

# বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

## বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, ২০২২

### সম্পাদনা পর্ষদ

নিরঞ্জন দেবনাথ  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

মোঃ আছির উদ্দীন সরদার  
উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-২) ও কাউন্সিল অফিসার  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ: জলসিঁড়ি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং  
২৬২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।



মন্ত্রী  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## প্রসঙ্গ কথা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, অন্যান্য বছরের ন্যায়, ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্যও প্রকাশ করেছে বার্ষিক প্রতিবেদন। একথা অনস্বীকার্য যে, বার্ষিক প্রতিবেদনই ধারণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সারা বছরের অর্জন, গৃহীত পরিকল্পনার কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তার স্বাক্ষর। এই যে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ অর্থবছরের, এ থেকে জানা যাবে মন্ত্রণালয়ের এই বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি এবং এর উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত এবং সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অব্যাহত উদ্যমে, গভীর মনোনিবেশে এবং নিরলস পরিশ্রমে বাস্তবায়ন করে চলেছেন সকল পরিকল্পনা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ বিশাল কর্মযজ্ঞে সহযোদ্ধার ভূমিকায় নিরন্তর সহযোগিতা প্রদান করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন, আর ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদায় বাংলাদেশকে উন্নীতকরণ- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রূপকল্পের এই লক্ষ্য অর্জনে অবিরাম কাজ করছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতি ও আইন প্রণয়ন এবং এ খাতের উৎকর্ষ সাধন ও সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা প্রদান এ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ সকল কর্মকাণ্ড দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সেই সাথে,

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশ আজ পরমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের দ্বারপ্রান্তে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকারী দেশসমূহের কাতারে ইতোমধ্যে পৌঁছেছে বাংলাদেশ। ফলে আন্তর্জাতিক বিশ্বে মর্যাদার অনন্য উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে দেশ। পাশাপাশি জীবপ্রযুক্তি, সমুদ্রসম্পদ এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এবং এর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে শীঘ্রই বাংলাদেশ উন্নত বিজ্ঞানচর্চা এবং প্রযুক্তি নির্ভর দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছতেও সক্ষম হবে। সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চা এবং এর সর্বোচ্চ প্রায়োগিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন ও জ্ঞানভিত্তিক সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হব-এ বিশ্বাস আমাদের।

কারও পরামর্শ, কারও বুদ্ধি এবং অনেকের পরিশ্রম-সবমিলে এই প্রতিবেদন। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



স্থপতি ইয়াফেস ওসমান



সিনিয়র সচিব  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## মুখবন্ধ

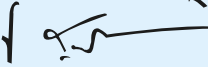
বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারি কার্যক্রমের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদণ্ড। এ লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মপরিধি, কর্মবিন্যাস এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লাঞ্ছিত শহীদের আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের আলোকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তি নির্ভর ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন করাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। এ প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উদ্ভাবন, সমুদ্রবিষয়ক জ্ঞান অর্জন ও সম্পদ আহরণ, দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন এবং সর্বোপরি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরমাণু চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহও তাদের নিজ নিজ কর্মপরিধি অনুসারে জনগণকে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে এ সকল সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ প্রতিবেদনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়সহ এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের গঠনকাঠামো, কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাসের তথ্য

সন্নিবেশ করা হয়েছে। উপরন্তু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০২১-২২ অর্থবছরে আয়োজিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান; মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি; উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ এবং উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ প্রতিবেদনটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। আশা করা যায় যে, প্রতিবেদনটি একদিকে যেমন এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, অপরদিকে কার্যক্রমসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের আত্মমূল্যায়নেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এ প্রতিবেদন সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

  
জিয়াউল হাসান এনডিসি

## সূচিপত্র

### প্রথম অধ্যায়

#### মন্ত্রণালয় পরিচিতি

- পটভূমি/৯
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য/৯
- প্রধান কার্যাবলি/৯
- জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো/১০
- মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/১২
- তথ্যসেবা প্রদান/২১
- মানবসম্পদ উন্নয়ন/২২
- ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম/২২
- প্রশাসনাদীন সংস্থাসমূহ/২২
- বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়/২৪
- মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন/২৫
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি/৩১
- এসডিজি কর্মপরিকল্পনা/৪০
- এপিএ বাস্তবায়ন/৪২
- জাতীয় গুদাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন/৪৪

### দ্বিতীয় অধ্যায়

#### মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাদীন সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন/৫৪
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)/৬৪
- বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল মেজারমেন্টস/  
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর/৯৭
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার/১১০
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)/১১৭
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ/১৩০
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক)/১৪১
- বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট/১৫০
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট/১৬৩
- নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল)/১৬৮





## প্রথম অধ্যায়

### মন্ত্রণালয় পরিচিতি

#### ১.০ পটভূমি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সূচনা হয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ও আণবিক শক্তি বিভাগ’ নামে মার্চ ১৯৭২-এ। ডিসেম্বর ১৯৭৪-এ তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা এবং আণবিক শক্তি বিভাগ’ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে রূপান্তরিত হয়। ডিসেম্বর ১৯৭৬-এ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অংশ হিসেবে এ বিভাগটি সরাসরি মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত হয় এবং ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা বিভাগ’ নামকরণ করা হয়। মার্চ ১৯৮৪-তে এটি পুনরায় স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়। আগস্ট ১৯৯৩-এ বিভাগটি ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’ নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত হয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি পুনর্বিদ্যায়িত করে ২৪ মার্চ ২০০২-এ এর নামকরণ করা হয় ‘বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’। অতঃপর ২৮ এপ্রিল ২০১১-এ বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ’ এবং ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ’ নামে দু’টি পৃথক বিভাগে পুনর্গঠিত হয়। সর্বশেষ ৪ ডিসেম্বর ২০১১-এ যথাক্রমে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’ এবং ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’ নামে দু’টি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন, সমন্বিত পেশাগত কর্মোদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর প্রশাসনাধীন বিভিন্ন সংস্থা দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

#### ২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন, প্রচার, প্রসার এবং এসবের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সহায়তা প্রদান এ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করেছে; যেমন:

- পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন ও উন্নয়ন;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন;
- সমুদ্রসম্পদবিষয়ক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

#### ৩.০ প্রধান কার্যাবলি

বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক জাতীয় নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (এনসিএসটি)-এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন;
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন সেক্টরে গবেষণা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান;
- বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য অনুদান প্রদান;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষক/বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অভিজ্ঞতা বিনিময় ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন;

- বিভিন্ন দেশ ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন, উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যসম্পাদন;
- দেশের নিউক্লিয়ার বিকিরণ উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও তদারকিকরণ;
- পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;
- সমুদ্রসম্পদ চিহ্নিতকরণ, আহরণ ও গবেষণা;
- কেমিক্যাল মেট্রোলজি, জীবপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য শিল্পবিষয়ক গবেষণা;
- দেশীয় লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে প্রতিবছর 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ' উদযাপন;
- উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন;
- আধুনিক জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি, পরিবেশ, চিকিৎসা ও শিল্পক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাসহ মানবকল্যাণে এর সুফল প্রয়োগ; এবং
- জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

## ৪.০ জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে মোট অনুমোদিত পদ ১৯০টি, এর মধ্যে ১৫৪টি পূরণকৃত এবং ৩৬টি পদ শূন্য রয়েছে। একজন সচিবের অধীনে ৫ জন অতিরিক্ত সচিবের তত্ত্বাবধানে ৫টি অণুবিভাগ রয়েছে, যথা: (১) প্রশাসন অণুবিভাগ (২) পারমাণবিক বিদ্যুৎ অণুবিভাগ, (৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন অণুবিভাগ, (৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অণুবিভাগ এবং (৫) উন্নয়ন অণুবিভাগ।

### ৪.১ প্রশাসন অণুবিভাগ

প্রশাসন অণুবিভাগ ৭টি অধিশাখা/শাখা নিয়ে গঠিত, যথা-

অধিশাখা-১: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের প্রশাসন ও সংস্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-২: জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলির মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, সমন্বয়সভা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

অধিশাখা-৩: মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের অনুন্নয়ন বাজেট প্রস্তুতকরণ ও অনুমোদন, অডিট নিষ্পত্তি এবং বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

শাখা-৪: মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় সরবরাহ ও সেবা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-৫: বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এবং বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল মেজারমেন্টস-এর উন্নয়ন বহির্ভূত অন্যান্য সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

অধিশাখা-৬: বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

শাখা-২৩: মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা, ছুটি, অডিট, পেনশন, মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি এই শাখা হতে সম্পাদন করা হয়।

### ৪.২ পারমাণবিক বিদ্যুৎ অণুবিভাগ

পারমাণবিক বিদ্যুৎ অণুবিভাগ ৪টি অধিশাখা/শাখা এবং ২টি নিউক্লিয়ার পাওয়ার উইং নিয়ে গঠিত, যথা-

অধিশাখা-১৯: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনসহ ভবিষ্যতে দেশে স্থাপিতব্য সকল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA) ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্য বিনিময়;

অধিশাখা-২০: পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সেফটি, সিকিউরিটি এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট-সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি; এবং

শাখা-২১ ও ২২: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পসহ অপরাপর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পসমূহের যাবতীয় কার্যাবলি;

নিউক্লিয়ার পাওয়ার উইং, মস্কো, রাশিয়া- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য রাশান ফেডারেশন সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

নিউক্লিয়ার পাওয়ার উইং, ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া- পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কাজে IAEA-এর সদর দপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি।

### ৪.৩ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন অণুবিভাগ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন অণুবিভাগ ৫টি অধিশাখা/শাখা নিয়ে গঠিত, যথা-

অধিশাখা-৭: বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র (ব্যাসডক) এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

অধিশাখা-১০: আইন/বিধি/প্রবিধি/নীতি/চুক্তি ইত্যাদির ওপর মতামত প্রদান, জাতিসংঘের অধীন বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক যাবতীয় দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-১৩: মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ/ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কসেপে মনোনয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও তথ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-১৫: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার -এর সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

অধিশাখা-১৮: বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।

### ৪.৪ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অণুবিভাগ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অণুবিভাগ ৫টি অধিশাখা/শাখা নিয়ে গঠিত, যথা-

অধিশাখা-৯: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-১২: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ কর্মসূচি এবং উদ্ভাবনমূলক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অনুদান প্রদান সম্পর্কিত কার্যাবলি;

শাখা-২৪: মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত কার্যাবলি;

অধিশাখা-২৫: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি; এবং

অধিশাখা-৩৫: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের সভা আহবান ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট-এর সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।

### ৪.৫ উন্নয়ন অণুবিভাগ

উন্নয়ন অণুবিভাগ ৪টি অধিশাখা/শাখা নিয়ে গঠিত, যথা-

শাখা-৮: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি) এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

শাখা-১৪: বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

শাখা-১৬: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার এবং বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

শাখা-১৭: বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ:-এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

## ৫.০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

### ৫.১ অনুদান ও ফেলোশিপ প্রদান কর্মসূচি

দেশে বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান এবং বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞান ক্লাব এবং বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান করা হয়। এসব অনুদান ও ফেলোশিপ প্রদানের জন্য আবেদন আহ্বান করে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে যোগ্য প্রার্থী/গবেষক/প্রতিষ্ঠান নির্বাচনপূর্বক ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার অনুদান ও ফেলোশিপ কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো:

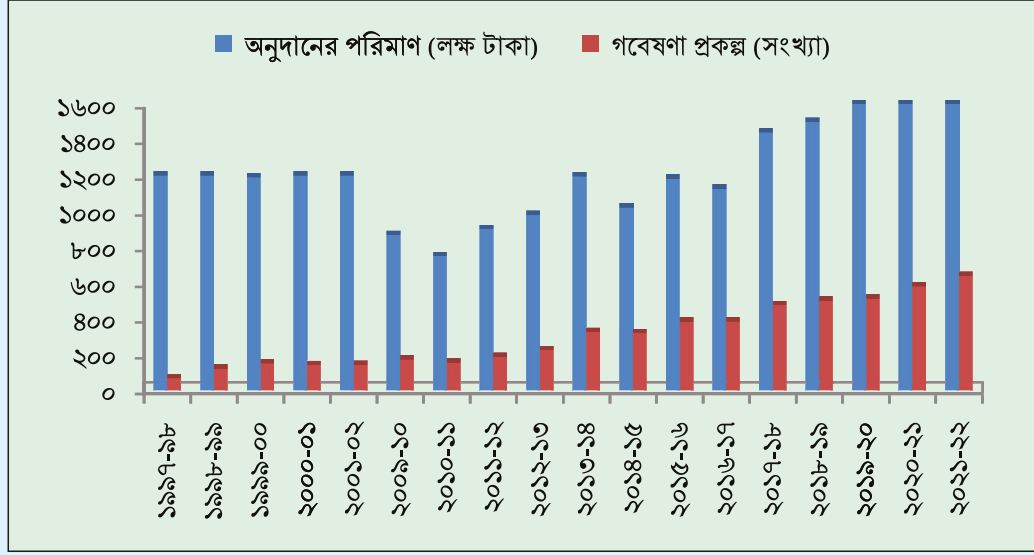
#### ৫.১.১ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স অ্যান্ড আইসিটি প্রকল্প হতে দেশে-বিদেশে এম এস (বিদেশে) ৫০ জন, পিএইচডি (বিদেশে) ৬০ জন, পিএইচডি (দেশে) ১০০ জন এবং পিএইচডি-উত্তর (দেশে) কোর্সে ১১ জনসহ মোট ২২১ জন ফেলোকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি গত ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ কর্মসূচিকে স্থায়ীরূপে প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ এর আওতায় বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। এ ট্রাস্টের আওতায় দেশে-বিদেশে মোট ৪৮৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

#### ৫.১.২ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচি

দেশে বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গবেষণা খাত হতে গবেষণা প্রকল্পে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচির আওতায় ৬৩৮টি প্রকল্পের বিপরীতে ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে দেশের বিজ্ঞানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকসহ মোট ৫,৪৫১ জন গবেষককে ২১৭ কোটি ৫১ লাখ ৩০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	গবেষণা প্রকল্প (সংখ্যা)
১	১৯৯৭-১৯৯৮	১২,০০,০০,০০০	৬৫
২	১৯৯৮-১৯৯৯	১২,০০,০০,০০০	১১৯
৩	১৯৯৯-২০০০	১১,৯০,০০,০০০	১৪৯
৪	২০০০-২০০১	১২,০০,০০,০০০	১৩৯
৫	২০০১-২০০২	১২,০০,০০,০০০	১৪০
৬	২০০৯-২০১০	৮,৬৭,০০,০০০	১৭০
৭	২০১০-২০১১	৭,৪৯,০০,০০০	১৫৩
৮	২০১১-২০১২	৮,৯৮,৮০,০০০	১৮৫
৯	২০১২-২০১৩	৯,৮০,৫০,০০০	২২৩
১০	২০১৩-২০১৪	১১,৯৫,০০,০০০	৩২৪
১১	২০১৪-২০১৫	১০,২১,০০,০০০	৩১৭
১২	২০১৫-২০১৬	১১,৮২,৫০,০০০	৩৮১
১৩	২০১৬-২০১৭	১১,২৭,০০,০০০	৩৮৩
১৪	২০১৭-২০১৮	১৪,৪০,৫০,০০০	৪৭৫
১৫	২০১৮-২০১৯	১৫,০০,০০,০০০	৫০০
১৬	২০১৯-২০২০	১৬,০০,০০,০০০	৫১১
১৭	২০২০-২০২১	১৬,০০,০০,০০০	৫৭৯
১৮	২০২১-২০২২	১৬,০০,০০,০০০	৬৩৮
	মোট=	২১৭,৫১,৩০,০০০	৫,৪৪১



### ৫.১.৩ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচি

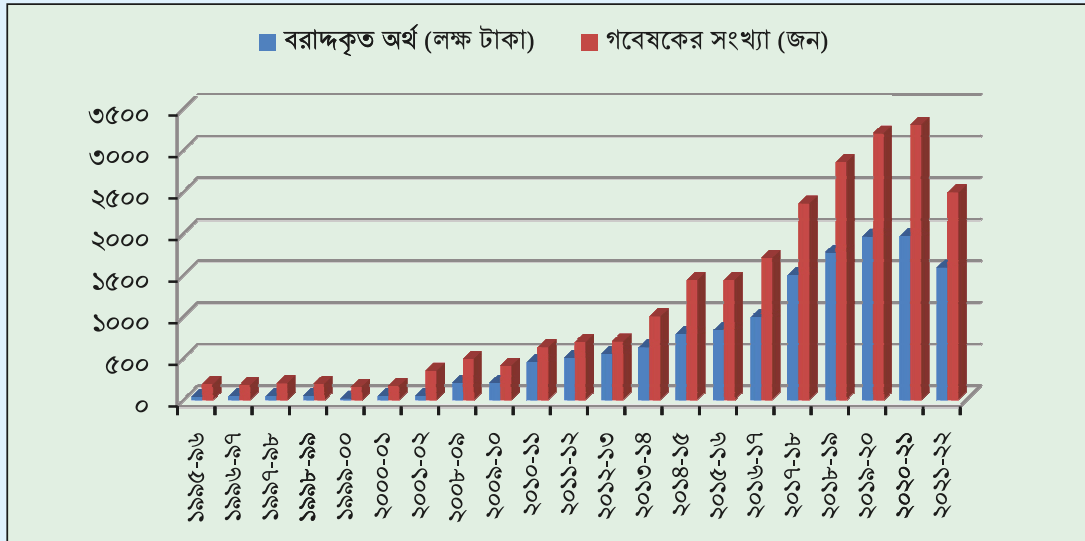
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন স্নাতক/স্নাতকোত্তর গবেষকগণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি; দক্ষ মানবসম্পদের অভাব দূর করার জন্য পেশাগত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের একটি পুল/সমষ্টি তৈরি; ফেলোগণকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, জরিপ/সমীক্ষা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পেশায় যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান; স্থানীয় ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিকাশ সাধন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ফেলোদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার; মেধার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বিকাশ নিশ্চিতকরণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অনুকূলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তথা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত রাখার লক্ষ্যে (১) ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ন্যানোটেকনোলজি ও লাগসই প্রযুক্তি, (২) জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং (৩) খাদ্য ও কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের অনুমোদনক্রমে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। এ ফেলোশিপ স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য এক বছর এবং এমফিল/পিএইচডি কোর্সের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর এবং পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক গবেষণার অগ্রগতি ও মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যন্ত প্রদান করা হয়।

প্রতি অর্থবছরে আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপ প্রাপ্ত ফেলোগণের নবায়নসহ ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২,৪৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ১৫ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে এ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আওতায় মোট ২৪,১২৫ জন গবেষককে ১৪২ কোটি ৬ লক্ষ ৪১ হাজার ৭৫০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	প্রদানকৃত অর্থ (টাকা)	গবেষকের সংখ্যা (জন)
১	১৯৯৬-১৯৯৭	৪৫,০০,০০০	১৭৫
২	১৯৯৭-১৯৯৮	৪৫,০০,০০০	১৯৭
৩	১৯৯৮-১৯৯৯	৪৫,০০,০০০	১৯৩
৪	১৯৯৯-২০০০	১৫,০০,০০০	১৫৪
৫	২০০০-২০০১	৪৫,০০,০০০	২৬৭
৬	২০০১-২০০২	৪৫,০০,০০০	৩৪৯
৭	২০০৯-২০১০	২,০২,০০,০০০	৪০৯

৮	২০১০-২০১১	৪,৫০,০০,০০০	৬২৯
৯	২০১১-২০১২	৫,০০,০০,০০০	৬৯৫
১০	২০১২-২০১৩	৫,৫০,০০,০০০	৭০০
১১	২০১৩-২০১৪	৬,২৮,২৬,০০০	১০০১
১২	২০১৪-২০১৫	৭,৯০,০০,০০০	১৪৩৮
১৩	২০১৫-২০১৬	৮,৩৩,৬৩,৩০০	১৪৩৮
১৪	২০১৬-২০১৭	৯,৯১,১৭,৪৫০	১৭০২
১৫	২০১৭-২০১৮	১৫,০০,০০,০০০	২৩৫৯
১৬	২০১৮-২০১৯	১৭,৫০,৪২,০০০	২৮৮৩
১৭	২০১৯-২০২০	১৯,৩৮,৪৪,৪০০	৩২০০
১৮	২০২০-২০২১	১৯,৬৫,০০,০০০	৩৩০৫
১৯	২০২১-২০২২	১৫,৮৮,০০,০০০	২৪৯০
	মোট	১৪২,০৬,৪১,৭৫০	২৪,১২৫

### জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ

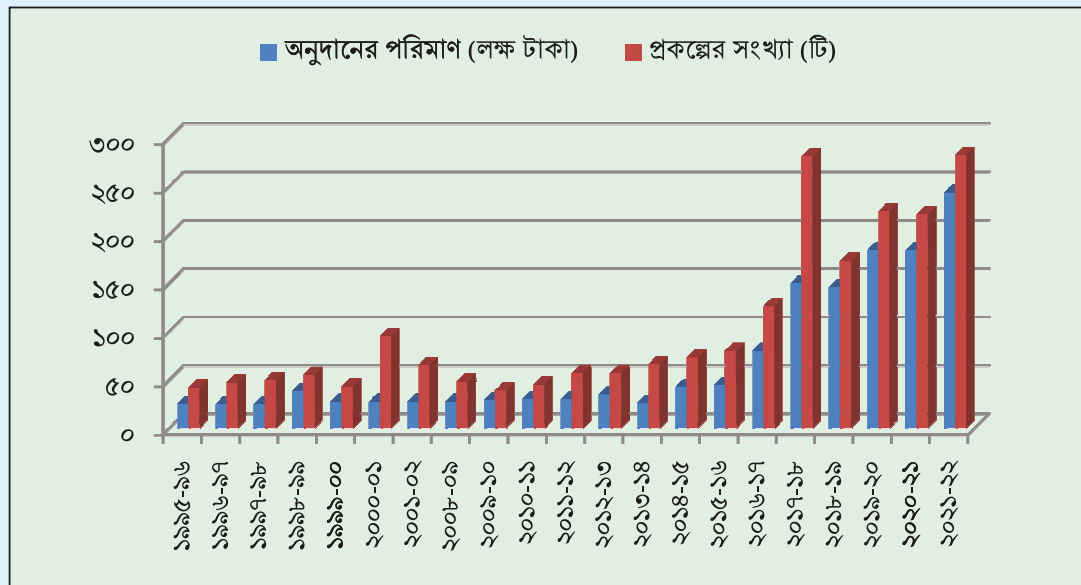


### ৫.১.৪ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে অনুদান

প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রতি অর্থবছরে (ক) জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও পুষ্টিবিদ্যা (খ) অ্যাপ্লাইড সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (গ) ফিজিক্যাল সাইন্স এবং (ঘ) এগ্রিকালচার ও এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স বিষয়ে অনুদান প্রদান করা হয়। প্রাথমিকভাবে এক বছর এবং পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক ও মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে উক্ত প্রকল্প প্রস্তাবকদের প্রকল্পের মেয়াদ নবায়ন করা হয়। প্রতি অর্থবছর গবেষণা মঞ্জুরি খাতের আওতায় প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে অনুদান কর্মসূচি সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালকগণের সমন্বয়ে সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে ২৮২টি প্রকল্পের অনুকূলে ২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত দেশীয় বিজ্ঞানীকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা কাজে মোট ২১৬৯টি প্রকল্পের জন্য ১৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	প্রকল্পের সংখ্যা (টি)
১	১৯৯৫-১৯৯৬	২৫,০০,০০০	৪২
২	১৯৯৬-১৯৯৭	২৫,০০,০০০	৪৭
৩	১৯৯৭-১৯৯৮	২৫,০০,০০০	৫০
৪	১৯৯৮-১৯৯৯	৩৮,৩৮,০০০	৫৫
৫	১৯৯৯-২০০০	২৭,৫০,০০০	৪৩
৬	২০০০-২০০১	২৭,৫০,০০০	৯৫
৭	২০০১-২০০২	২৭,৫০,০০০	৬৫
৮	২০০৮-২০০৯	২৭,৫০,০০০	৪৮
৯	২০০৯-২০১০	২৯,০০,০০০	৩৯
১০	২০১০-২০১১	৩০,০০,০০০	৪৫
১১	২০১১-২০১২	৩০,০০,০০০	৫৭
১২	২০১২-২০১৩	৩৫,০০,০০০	৫৭
১৩	২০১৩-২০১৪	২৬,২০,০০০	৬৬
১৪	২০১৪-২০১৫	৪২,৭০,০০০	৭৩
১৫	২০১৫-২০১৬	৪৪,৫০,০০০	৮০
১৬	২০১৬-২০১৭	৮০,০০,০০০	১২৬
১৭	২০১৭-২০১৮	১,৫০,০০,০০০	২৮১
১৮	২০১৮-২০১৯	১,৪৫,৭৫,০০০	১৭৩
১৯	২০১৯-২০২০	১,৮৪,০০,০০০	২২৪
২০	২০২০-২০২১	১,৮৪,০০,০০০	২২১
২১	২০২১-২০২২	২,৪৩,৫০,০০০	২৮২
	মোট	১৪,৪৮,০৩,০০০	২,১৬৯

### প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অনুদান প্রদান

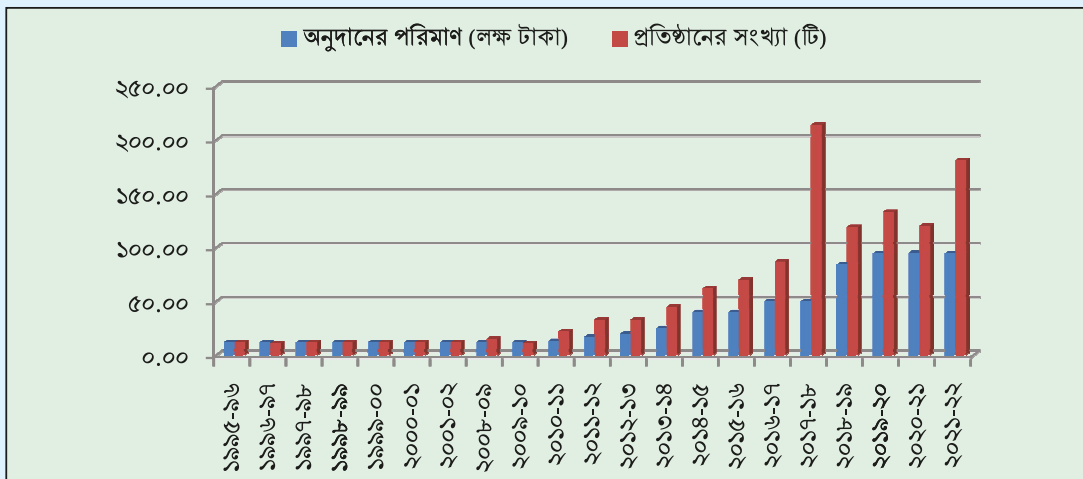


### ৫.১.৫ বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান

বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা আয়োজন এবং গবেষণা জার্নাল/বুলেটিন প্রকাশনার লক্ষ্যে এ অনুদান কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ অনুদানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৮১টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে ৯৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৬-১৯৯৭ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১২১৬টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭ কোটি ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	প্রদানকৃত অর্থ (টাকা)	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (টি)
১	১৯৯৬-১৯৯৭	১২,০০,০০০	১১
২	১৯৯৭-১৯৯৮	১২,০০,০০০	১২
৩	১৯৯৮-১৯৯৯	১২,০০,০০০	১২
৪	১৯৯৯-২০০০	১২,০০,০০০	১২
৫	২০০০-২০০১	১২,০০,০০০	১২
৬	২০০১-২০০২	১২,০০,০০০	১২
৭	২০০৯-২০১০	১২,০০,০০০	১১
৮	২০১০-২০১১	১৩,০০,০০০	২২
৯	২০১১-২০১২	১৭,০০,০০০	৩৩
১০	২০১২-২০১৩	২০,০০,০০০	৩৩
১১	২০১৩-২০১৪	২৫,০০,০০০	৪৫
১২	২০১৪-২০১৫	৪০,০০,০০০	৬২
১৩	২০১৫-২০১৬	৪০,০০,০০০	৭০
১৪	২০১৬-২০১৭	৫০,০০,০০০	৮৭
১৫	২০১৭-২০১৮	৫০,০০,০০০	২১৪
১৬	২০১৮-২০১৯	৮৪,২৫,০০০	১১৯
১৭	২০১৯-২০২০	৯৪,৫০,০০০	১৩৩
১৮	২০২০-২০২১	৯৫,০০,০০০	১২০
১৯	২০২১-২০২২	৯৪,৫০,০০০	১৮১
	মোট	৭,১৯,২৫,০০০	১২১৬

### বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান



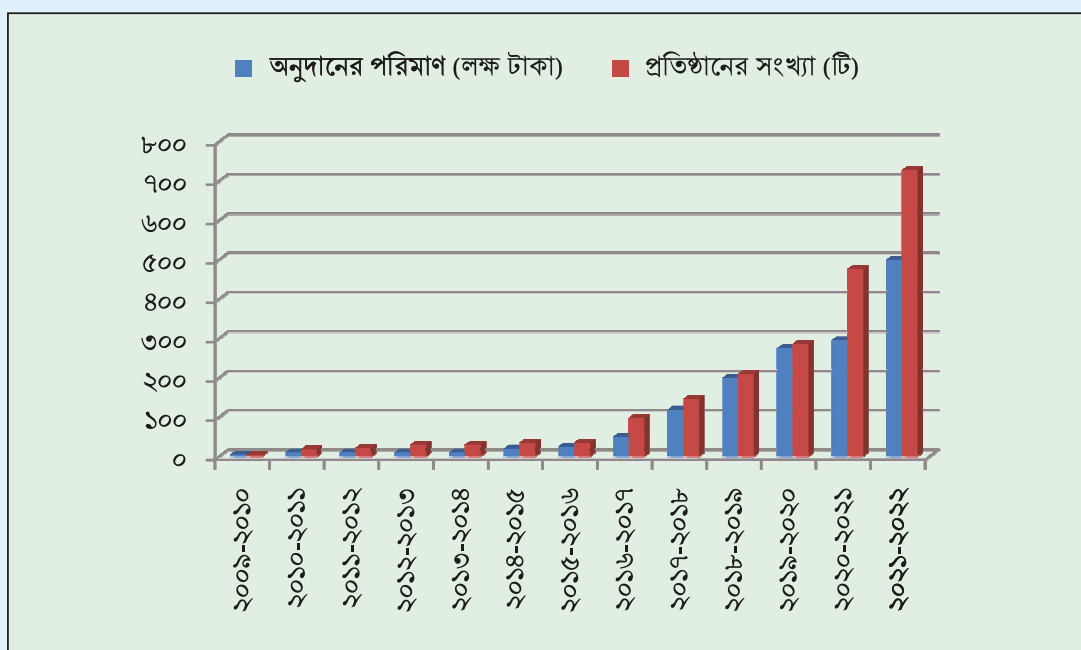


### ৫.১.৬ বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত আর্থিক অনুদান

বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে ব্যবহার্য কেমিক্যাল/যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭২৮টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত ২১১৭টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবকে মোট ১৫ কোটি ২৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	প্রদানকৃত অর্থ (টাকা)	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (টি)
১	২০০৯-২০১০	৫,০০,০০০	৩
২	২০১০-২০১১	১০,০০,০০০	১৮
৩	২০১১-২০১২	১০,০০,০০০	২২
৪	২০১২-২০১৩	১০,০০,০০০	৩০
৫	২০১৩-২০১৪	১০,০০,০০০	৩০
৬	২০১৪-২০১৫	২০,০০,০০০	৩৫
৭	২০১৫-২০১৬	২৫,০০,০০০	৩৫
৮	২০১৬-২০১৭	৫০,০০,০০০	৯৮
৯	২০১৭-২০১৮	১,১৯,১০,০০০	১৪৬
১০	২০১৮-২০১৯	২,০০,০০,০০০	২১০
১১	২০১৯-২০২০	২,৭৫,০০,০০০	২৮৬
১২	২০২০-২০২১	২,৯৫,০০,০০০	৪৭৬
১৩	২০২১-২০২২	৫,০০,০০,০০০	৭২৮
	মোট	১৫,২৯,১০,০০০	২১১৭

### বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান



## ৫.২ সেমিনার/কর্মশালা/প্রদর্শনী আয়োজন

### ৫.২.১ ফেলোশিপ প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন

গত ৪ মার্চ ২০২১ তারিখ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং বিশেষ গবেষণা অনুদানের চেক প্রদানের জন্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণবভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেলোশিপের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

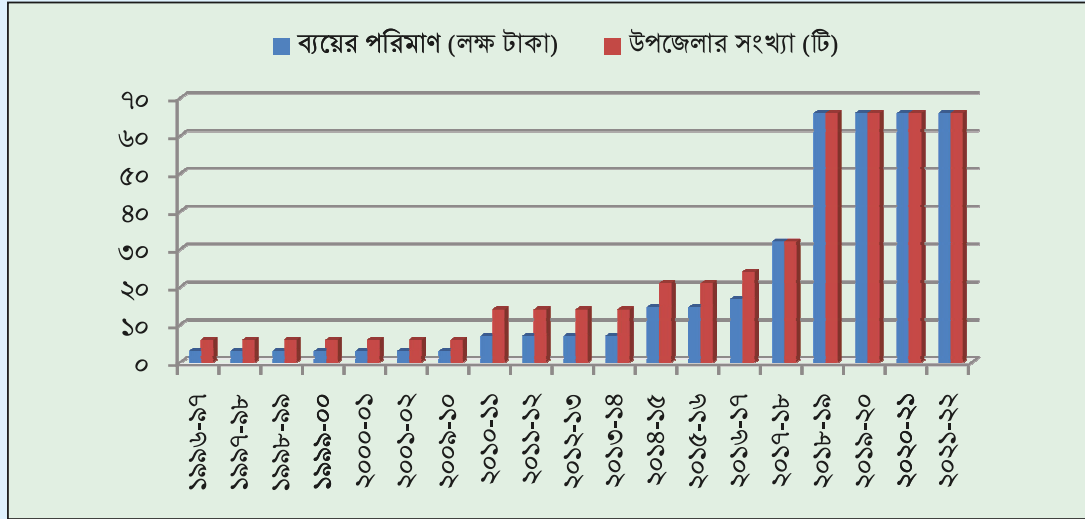
### ৫.২.২ দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি যথা উন্নতচুলা, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, সৌর ড্রায়ার প্রযুক্তি, পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টার, স্বল্প ব্যয়ে দীর্ঘস্থায়ী গৃহ নির্মাণ কৌশল, স্বাস্থ্য সেবায় স্পিরলিনা, নিম ও অন্যান্য ঔষধি উদ্ভিদের গুণাগুণ, মলটেড উইনিং ফুড প্রযুক্তিসমূহ দেশব্যাপী সাধারণ জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়করণের জন্য প্রত্যেক বছর দেশের বিভিন্ন উপজেলায় সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৬৬টি উপজেলায় দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৯৬-১৯৯৭ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৪৬০টি উপজেলায় বর্ণিত সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	ব্যয়কৃত অর্থ (টাকা)	উপজেলার সংখ্যা (টি)
১	১৯৯৬-১৯৯৭	৩,০০,০০০	৬
২	১৯৯৭-১৯৯৮	৩,০০,০০০	৬
৩	১৯৯৮-১৯৯৯	৩,০০,০০০	৬
৪	১৯৯৯-২০০০	৩,০০,০০০	৬
৫	২০০০-২০০১	৩,০০,০০০	৬
৬	২০০১-২০০২	৩,০০,০০০	৬
৭	২০০৯-২০১০	৩,০০,০০০	৬
৮	২০১০-২০১১	৭,০০,০০০	১৪
৯	২০১১-২০১২	৭,০০,০০০	১৪
১০	২০১২-২০১৩	৭,০০,০০০	১৪

১১	২০১৩-২০১৪	৭,০০,০০০	১৪
১২	২০১৪-২০১৫	১৪,৭০,০০০	২১
১৩	২০১৫-২০১৬	১৪,৭০,০০০	২১
১৪	২০১৬-২০১৭	১৬,৮০,০০০	২৪
১৫	২০১৭-২০১৮	৩২,০০,০০০	৩২
১৬	২০১৮-২০১৯	৬৬,০০,০০০	৬৬
১৭	২০১৯-২০২০	৬৬,০০,০০০	৬৬
১৮	২০২০-২০২১	৬৬,০০,০০০	৬৬
১৯	২০২১-২০২২	৬৬,০০,০০০	৬৬
	মোট	৩,২৫,২০,০০০	৪৬০

দেশে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী



### ৫.২.৩ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ২৬ মার্চ ২০২২ তারিখ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের এবং সংস্থার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।



মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

### ৫.২.৪ ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে কর্মশালা আয়োজন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ২৬ মার্চ ২০২২ তারিখ ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।



৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে কর্মশালায় সিনিয়র সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি

### ৫.২.৫ বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রাপ্ত প্রকল্প: ফলাফল ও প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রাপ্ত প্রকল্প: ফলাফল ও প্রয়োগ শীর্ষক ২টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/গবেষক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মোট ২৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।



বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রাপ্ত প্রকল্প: ফলাফল ও প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনারে মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

### ৫.২.৫ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর

২৭ জুন ২০২১ তারিখ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থা প্রধানগণের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। কেবিনেট সচিব এবং সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়।



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এবং সিনিয়র সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি

## ৬.০ তথ্যসেবা প্রদান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ অনুসারে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিককে এ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়। তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ গত ডিসেম্বর ২০২১ মাসে হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় হতে তথ্য প্রদানের জন্য ২টি আবেদন পাওয়া যায় এবং বিধি মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনাধীন সংস্থার তথ্যসেবা প্রদান সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো :

ক্র.সং.	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	মোঃ আছির উদ্দীন সরদার, উপসচিব	ফোন-৮৮-০২-৫৫১০০৩৮৩ মোবাইল-০১৫৫০-১৫১১৭০ ফ্যাক্স-৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৮ ইমেইল- section2@most.gov.bd	কক্ষ নং-৯১৩, ভবন নং-৬ বাংলাদেশ সচিবালয়, রমনা, ঢাকা-১০০০।
২	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	ড. মোঃ খোরশেদ আলম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিচালক বৈজ্ঞানিক তথ্য বিভাগ	ফোন- ৮১৮১৮১৫ মোবাইল-০১৯১৪-৮৭৪৭২৮ ফ্যাক্স-০২-৮১৮১৮৪৫, ৮১৮১৮৪২ ইমেইল- alammk1964@yahoo.com	ই-১২/এ, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৩	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), ঢাকা	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক জনসংযোগ কর্মকর্তা	ফোন-৮৮-০২- ৫৮৬১০৭৬৪ মোবাইল-৮৮-০১৮১৯১৩৭৫৪৫ ফ্যাক্স-৮৮-০২-৫৮৬১৩০২২ ইমেইল- pro@bcsir.gov.bd	ড. কুদরাত-এ খুদা সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
৪	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	মুমিনুর রশীদ সহকারি কিউরেটর	ফোন-৮৮-০২-৫৮১৬০৬০৬ মোবাইল-০১৫২০-০৮৩৫০২ ফ্যাক্স-৯১১৪৮৩১ ইমেইল- asst_curator@nmst.gov.bd	আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
৫	বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার	মোঃ মনিরুজ্জামান সিনিয়র রিপোথিফিক অফিসার	ফোন-০২-৫৮১৫৬২৮৩ মোবাইল-০১৭১৫৩৮২০৬৫ ফ্যাক্স-৯১৪০০৬৬ ইমেইল- mzaman1975@gmail.com	ই-১৪/ওয়াই, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	নাঈমা ইয়াসমীন, পরিচালক (চগদাঃ)	ফোন-৯১২৩৭৬২ মোবাইল-০১৫৫২৪০৮৭৭১ ফ্যাক্স-৯১৩০০০৬ ইমেইল-nayeema_bsmrnovo@yahoo.com	বিজয় সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
৭	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)	হাবিবুন নবী ফরহাদ লাইব্রেরিয়ান	ফোন-০২-৭৭৮৯২৮৯, মোবাইল-০১৭৪০৮৬৫১৯৩ ফ্যাক্স-০২-৭৭৮৯৬৩৬ ইমেইল-librarnib.info@gmail.com	গণকবাড়ি, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯
৮	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	মোঃ আফছার উদ্দিন, উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	ফোন-০২-৯১২৪৮৪৬ মোবাইল-০১৯২১-৬৯৯৪৭৩ ফ্যাক্স-০২-৮১৮১০১৫, ইমেইল : auddin@baera.gov.bd.com	ই-১২/এ, আগারগাঁও, ডাক বাস্তু নং-২৪০, ঢাকা-১২০৭
৯	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার	সনেট বড়ুয়া ইমন, সহকারী প্রোগ্রামার	ফোন-০২-৯৬১৪৬৭৮ মোবাইল-০১৮১১-৮৭০৫৭১ফ্যাক্স-০৩৪১৫২৫৫৩ ইমেইল : sonnet@bori.gov.bd	জঙ্গল গোয়ালিয়া, রামু, কক্সবাজার
১০	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট	অদ্বৈত চন্দ্র দাস উপ-পরিচালক (উপসচিব)	ফোন-৯৬৭৭৪৮৫ মোবাইল-০১৭১২৪০৪১১৮ ফ্যাক্স-৯৬৭৭৪৮৫ ইমেইল : bangabandhufellowshiptrust.bd@gmail.com	বিসিএসআইআর ক্যাম্পাস, ড. কুদরাত-এ খুদা সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
১১	বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ (বিআরআইসিএম)	মাহমুদুল হাসান রাজু বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	মোবাইল-০১৭২১২১৮১৮৫ ইমেইল : mhrazu@bricm.gov.bd	বিসিএসআইআর ক্যাম্পাস, ড. কুদরাত-এ খুদা সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

## ৭.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারি (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা ২০১৯, নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ১৯৭৯ এবং ভ্রমণ ভাতা নির্ধারণ, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮, সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ইত্যাদি বিষয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত ১৮৭টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মোট ৩০৯৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

## ৮.০ ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল হাজিরা, ই-ফাইলিং, ই-টেভারিং, অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম, Fellowship Application System সফটওয়্যার এবং মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থার মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু রয়েছে। বর্ণিত ডিজিটাইজেশন সুবিধাসমূহ নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের বিভিন্ন সেবাকে একটি মাত্র অন-লাইন প্ল্যাটফর্মের আওতায় (Integrated digital service delivery platform) আনয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

## ৯.০ প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীনে ১১টি সংস্থা রয়েছে। উক্ত সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

### ৯.১ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ও পারমাণবিক প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে পরমাণু শক্তিকে ব্যবহারের জন্য তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনায় ২৬ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৭৩ তারিখ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা ও সেবা প্রদানে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

### ৯.২ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

বিজ্ঞান গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগার, ঢাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে, উৎসাহে ও নির্দেশে এবং স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ খুদার নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) নতুন নামে যাত্রা শুরু করে। বিসিএসআইআর দেশে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করে যাচ্ছে।

### ৯.৩ বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ (বিআরআইসিএম)

দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত পরীক্ষণ সেবা প্রদান এবং দেশের সকল রাসায়নিক পরিমাপসংশ্লিষ্ট গবেষণাগারসমূহের (অ্যানালাইটিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল) পরীক্ষণ সেবার মান উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের আওতায় “ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্” প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১০ জুন ২০১২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাসায়নিক পরিমাপ বিষয়ে দেশের একমাত্র রেফারেন্স ইনস্টিটিউট হিসেবে ডিআরআইসিএমের শুভ উদ্বোধন করেন। সেপ্টেম্বর ২০২০-এ মহান জাতীয় সংসদে “বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ আইন, ২০২০” পাশ হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

### ৯.৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে বাংলাদেশের একমাত্র প্ল্যানেটারিয়াম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৮ মার্চ ২০১০ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০ মহান জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং উক্ত আইনের আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষকে মহাকাশ সম্পর্কে ধারণা দান এবং বিনোদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নভোথিয়েটারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

### ৯.৫ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

২৬ এপ্রিল ১৯৬৫ তারিখ ঢাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০-এর মাধ্যমে এটিকে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তু (এক্সিবিট) প্রদর্শন করে এ প্রতিষ্ঠানটি একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

### ৯.৬ বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক)

ব্যাঙ্গডক বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্গডক আইন, ২০১০-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মর্যাদা লাভ করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নিরীক্ষামূলক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও বিতরণ করা এ সংস্থার মুখ্য কাজ।

### ৯.৭ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)

জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জুলাই ১৯৯৯-তে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)-এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি আমাদের দেশে জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার ও ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

### ৯.৮ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণসহ সকল বিকিরণ-উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও তদারকি এবং বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষ, জীবজন্তু ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

### ৯.৯ বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ ২০১২ সালে মায়ানমার এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ মামলায় জয়লাভ করার ফলে এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল মহীসোপানে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার লাভ করে। এ বিশাল অঞ্চলের সমুদ্রসম্পদ শনাক্তকরণ, আহরণ, সংরক্ষণ এবং এর সর্বোচ্চ বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি সমুদ্রবিদ্যা বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব গবেষণার পাশাপাশি অন্যান্য দেশি-বিদেশি সংস্থা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণা কাজে সহায়তা প্রদান করছে।

### ৯.১০ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট

উন্নত সমৃদ্ধ বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ এর আওতায় বিগত ৪ মে ২০১৬ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। ‘বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৮’ এর আওতায় ফেলো নির্বাচন করা হয়।

### ৯.১১ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল)

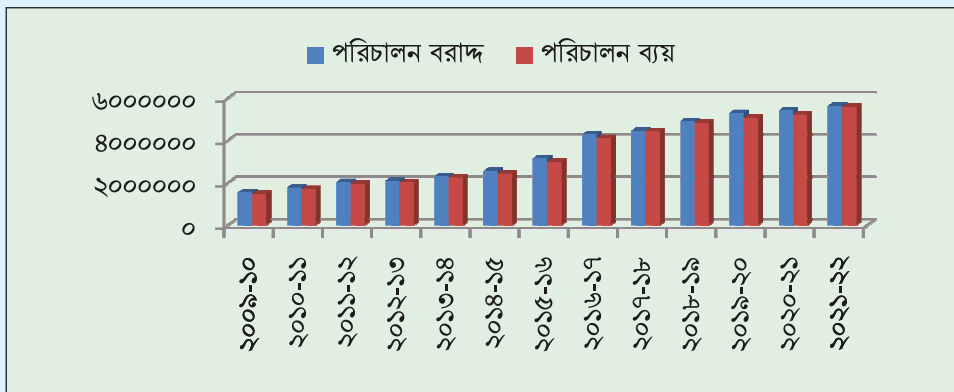
পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিচালনা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিধানসংবলিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আইন, ২০১৫ পাশ হয়। উক্ত আইনের আওতায় ১৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড গঠিত হয়েছে এবং উক্ত কোম্পানি তার কার্যক্রম শুরু করেছে।

## ১০.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

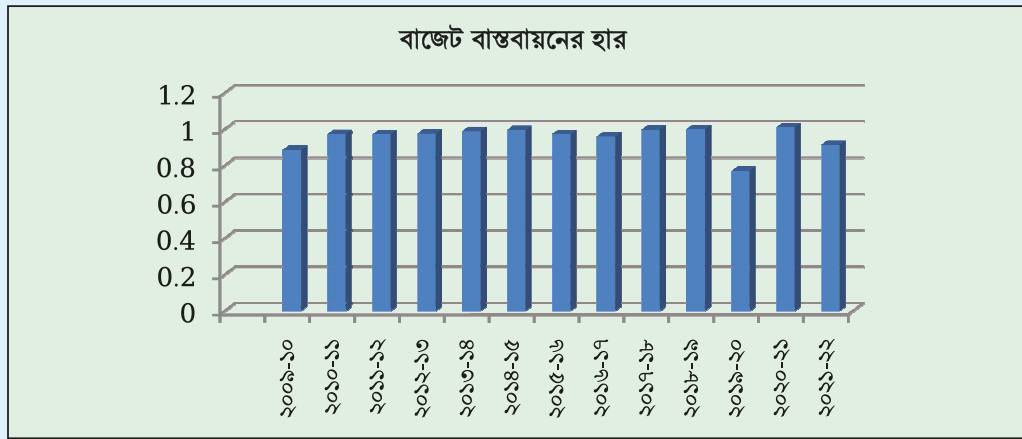
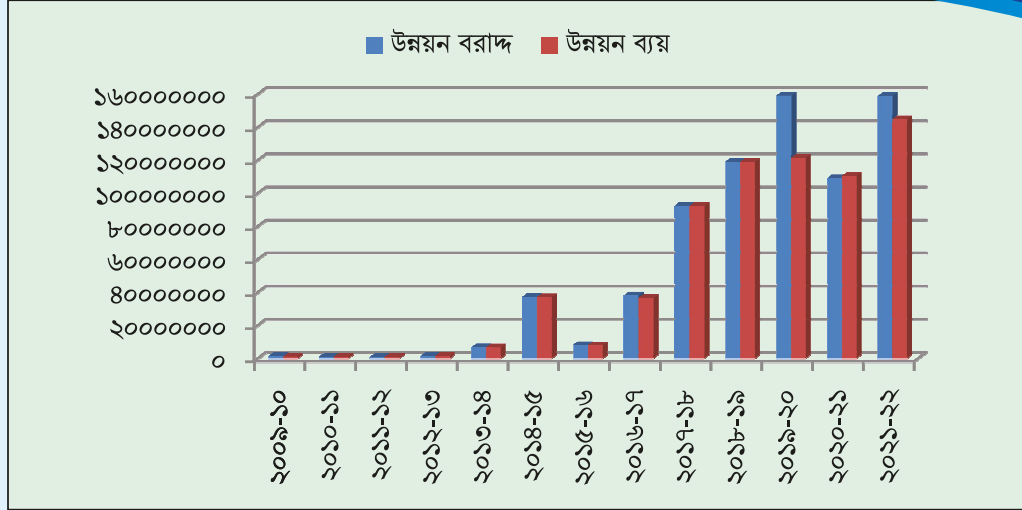
সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়নের কাজ ২০০৫-২০০৬ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে। এ পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য, নীতি ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে বাজেট বরাদ্দের যোগসূত্র স্থাপন, প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ব্যয় পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটভিত্তিক কর্মসম্পাদন। একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের প্রত্যয়কে বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে পরিচালন ব্যয় খাতে ৫৬৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ১৫৮৯৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নের হার ৯১.৪%। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাপ্ত বাজেট বরাদ্দ, ব্যয় এবং বাজেট বাস্তবায়নের শতকরা হার নিম্নরূপ :

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থবছর	পরিচালন		উন্নয়ন		সর্বমোট		বাজেট বাস্তবায়নের হার
		বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	
১.	২০০৯-১০	১৫৫৫০১৬	১৪৮০৩৬৩	১৩৮৫৮০০	১১২৭০৫৬	২৯৪০৮১৬	২৬০৭৪১৯	৮৮.৬৬%
২.	২০১০-১১	১৭৮৩১৬৩	১৭১০৭২৮	১০০৮৭৩৬	১০০৭২১০	২৭৯১৮৯৯	২৭১৭৯৩৮	৯৭.৩৫%
৩.	২০১১-১২	২০৪০৯৮৯	১৯৫৮৯৬৫	৯০৯০০০	৯০৭০৪১	২৯৪৯৯৮৯	২৮৬৬০০৬	৯৭.১৫%
৪.	২০১২-১৩	২১১১০৬৮	২০২৫৪০৩	১৫৬৩৫৬৯	১৫৫৯৯৮৩	৩৬৭৪৬৩৭	৩৫৮৫৩৮৬	৯৭.৫৭%
৫.	২০১৩-১৪	২৩১৭০১২	২২৫৭১৫২	৬৭০১৫০০	৬৬৬০০০০	৯০১৮৫১২	৮৯১৭১৫২	৯৮.৮৭%
৬.	২০১৪-১৫	২৫৬৫৬৬৩	২৪৪৭৩৫৯	৩৭১৯১১০০	৩৭১২৮৩৭৮	৩৯৭৫৬৭৬৩	৩৯৫৭৫৭৩৭	৯৯.৫০%
৭.	২০১৫-১৬	৩১৬৪৯৪৯	২৯৮৫৩৪১	৭৯৯৬৪০০	৭৮৬৫৬৯০	১১১৬১৩৪৯	১০৮৫১০৩১	৯৭.২২%
৮.	২০১৬-১৭	৪২৯২২৩৬	৪১১০২৯৫	৩৮১৭১১০০	৩৬৬৬৫৬৪৭	৪২৪৬৩৩৩৬	৪০৭৭৫৯৪২	৯৬.০৩%
৯.	২০১৭-১৮	৪৪৫৮৩৬৬	৪৪৩৪৪৭৬	৯২৪৬৬৮০০	৯২২৯১৩৫৭	৯৬৯২৫১৬৬	৯৬৭২৫৮৩৩	৯৯.৭৯%
১০.	২০১৮-১৯	৪৯০৮৮০০	৪৮৪২২৮৫	১১৯০০৩৭০০	১১৯০২৪০১৭	১২৩৯১২৫০০	১২৩৮৬৬৩০২	৯৯.৯৬%
১১.	২০১৯-২০	৫৩০৩৮০০	৫০৬৯৮২১	১৫৯০৮৪৭০০	১২১৫৩১১৬৯	১৬৪৩৮৮৫০০	১২৬৬০০৯৯০	৭৭%
১২.	২০২০-২১	৫৪২০৮০৩	৫২২৭৭২২	১০৯০৩৬৯০০	১১০৪৪১৬৬৭	১১৪৪৫৭৭০৩	১১৫৬৬৯৩৮৯	১০১.০৬%
১৩.	২০২১-২২	৫৬৩৫৬২৫	৫৫৮০২২৯	১৫৮৯৪১৫০০	১৪৪৮৩৮২৪১	১৬৪৫৭৭১২৫	১৫০৪১৮৪৭০	৯১.৪০%







## ১১.০ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন

১৯৯৬ সাল হতে ২০০১ পর্যন্ত এবং ২০০৯ সাল হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

### ১১.১ ১৯৯৬ হতে ২০০১ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন

- গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে বিশেষ অনুদান কর্মসূচির আওতায় ৪৭২টি প্রকল্পের বিপরীতে ৪৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় মোট ৯৮৬ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে;
- প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পের আওতায় ২৯০টি প্রকল্পের অনুকূলে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা আয়োজন এবং গবেষণা জার্নাল, বুলেটিন প্রকাশনার লক্ষ্যে ৫৯টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে ৬০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- ৩০টি উপজেলায় দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন;
- ১৯৯৯ সালে ২৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ মে ২০০০ তারিখ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

## ১১.২ ২০০৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন

- দুইটি ইউনিটের প্রতিটিতে ১২০০ মেগাওয়াট করে ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রের Siting License এবং ইউনিট-১ ও ইউনিট-২ এর Design and Construction License ইস্যু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ম এবং ২য় ইউনিটের প্রথম কনক্রিট ঢালাই কাজ যথাক্রমে ৩০ নভেম্বর ২০১৭ এবং ১৪ জুলাই ২০১৮ তারিখ শুভ উদ্বোধন করেন;
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ডিজাইন রিকয়ারম্যান্ট অনুযায়ী রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সকল ভবন/ফেসিলিটিজ, চারটি কুলিং টাওয়ার এবং অন্যান্য জটিল ও সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত ফেসিলিটিজ/অবকাঠামোর ভিত্তিগুলির সয়েল স্টাবিলাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিজাইন রিকয়ারমেন্ট অনুযায়ী মোল্টেন কোর ক্যাচার, রিঅ্যাক্টর প্রেসারভেশেল, স্টিমজেনারেটর ইনস্টল করা হয়েছে এবং রিঅ্যাক্টর ভবন, টারবাইন ভবন ও অন্যান্য ভবন/ফেসিলিটিজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- জেটি ফেসিলিটিজসমূহের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও, কনস্ট্রাকশন অ্যাসেম্বলি বেস-২ তে ২৫টি বিভিন্ন পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক সিস্টেমসহ মোট ৪১টি ভবন/ফেসিলিটিজ নির্মাণ করা হয়েছে। হেলথ ফিজিক্স ল্যাবরেটরি, আশ্রয়কেন্দ্র, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, তেজস্ক্রিয় বর্জ্যব্যবস্থাপনার সুবিধা, ফ্রেস ফুয়েল স্টোরেজ ফেসিলিটি, ডিজেল পাওয়ার স্টেশন, কনট্রোল অ্যাক্সেস এরিয়া ওয়ার্কশপ, প্রশাসনিক ভবন, প্রকৌশল ও কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বিল্ডিং, ক্যান্টিন বিল্ডিং, ডিমিনারাইজেশন প্ল্যান্ট বিল্ডিং, চিলিং মেশিন বিল্ডিং ইত্যাদি কমন সুবিধাসমূহের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- জেনারেল কন্ট্রোলের আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য জেএসসি অ্যাটমস্ট্রয়এক্সপোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন রাশান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি তৈরির কাজ চলমান রয়েছে;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল) গঠন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচনের সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত ১৫টি স্থানের মধ্যে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ), বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (বিএইআরএ), এবং পরিবেশ অধিদফতরের (ডিওই) নির্দেশিকা অনুসারে ৫টি সাইট: (১) নিশানবাড়ি (পূর্ব), তালতলী উপজেলা, বরগুনা; (২) কুমিরমারা ও পদ্মামোজা, বরগুনা সদর উপজেলা, বরগুনা; (৩) নিশানবাড়ি (পশ্চিম), তালতলী উপজেলা, বরগুনা; (৪) চরমোনতাজ, রাঙ্গাবালী উপজেলা, পটুয়াখালী এবং (৫) মৌড়ুবি, রাঙ্গাবালী উপজেলা, পটুয়াখালী স্থানসমূহকে সম্ভাব্য সাইট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সিসমিক ও টেকটোনিক স্ট্যাডিজ; ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রকৌশল ও ভূ-প্রযুক্তিগত স্ট্যাডিজ এবং হাইড্রোলজিক্যাল অ্যান্ড হাইড্রোলজিক্যাল স্ট্যাডিজ-এর আলোকে তৈরিকৃত প্রাধান্যতারক্রম হতে দেখা যায় যে, ৫টি সাইটের মধ্যে নিশানবাড়ি (পূর্ব), বড়বাগী ইউনিয়ন, তালতলী উপজেলা, বরগুনা সাইটটি প্রথম স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে গঠিত কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অধিকতর স্ট্যাডি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে নতুন একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ভারত এবং রাশান ফেডারেশনের সাথে ২০টি চুক্তি/সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিষয়ে ৩টি দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
  - গত ২১ মে, ২০১০ তারিখ বাংলাদেশ সরকার এবং রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতাস্মারক এবং একটি ঋণসংবন্ধিত অমতববসবহঃ স্বাক্ষরিত হয়েছে;
  - ২০১০ সালে বাংলাদেশ-মরক্কো এবং ২০১২ সালে বাংলাদেশ-বেলারুশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বিষয়ে দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
  - গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ রাশান ফেডারেশন সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পাবনা জেলার রূপপুরে ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে;
  - গত ২ নভেম্বর ২০১১ তারিখ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য রাশান ফেডারেশনের সাথে একটি সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
  - বাংলাদেশে নিউক্লিয়ার সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃজনের লক্ষ্যে রাশান ফেডারেশনের সাথে একটি সমঝোতাস্মারক গত ৪ জুন ২০১২ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;

- ২০১৩ সালে বাংলাদেশ-বেলারুশের মধ্যে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কিত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ রাশান ফেডারেশনের সহায়তায় ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোখিয়েটারে একটি Nuclear Industry Information Centre স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি চুক্তি উভয় সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প নির্মাণের প্রাথমিক কার্যাদির জন্য State Export Credit সংক্রান্ত একটি চুক্তি এবং প্রকল্পের মূল নির্মাণ কাজের অর্থায়নের জন্য পৃথক একটি সমঝোতা স্মারক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বিষয়ে ৫ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল পর্বের নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশান ফেডারেশনের অ্যাটমস্ট্রয়এক্সপোর্টের মধ্যে General Contract গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ (১ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান রাশান ফেডারেশনের অ্যাটমস্ট্রয়এক্সপোর্টের সঙ্গে ৪র্থ চুক্তিটি গত ৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল পর্বের নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য রাশান ফেডারেশন সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১১.৩৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের Intergovernmental Credit Agreement (IGCA) গত ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ “Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India on Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy” স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ “Inter-Agency Agreement between Global Centre for Nuclear Energy Partnership (GCNEP), Department of Atomic Energy, Government of India and Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC), Ministry of Science and Technology, Government of People's Republic of Bangladesh on Cooperation regarding Nuclear Power Plant Project in Bangladesh” স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ “Arrangement between The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) of the Government of the Republic of India and Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA), the Government of the People's Republic of Bangladesh for the Exchange of Technical Information and Co-operation in the Regulation of Nuclear Safety and Radiation Protection” স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখ মস্কোতে "Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Cooperation Concerning Return of Spent Nuclear Fuel from Rooppur Nuclear Power Plant to the Russian Federation" স্বাক্ষরিত হয়েছে;



Spent Nuclear Fuel রাশান ফেডারেশনে ফেরত নেয়া সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

- গত ১ মার্চ ২০১৮ তারিখ মস্কোতে “Memorandum of Understanding between the State Atomic Energy Corporation “ROSATOM”, the Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of Bangladesh and the Department of Atomic Energy of the Government of India on Trilateral Cooperation on Implementation of the Rooppur Nuclear Power Plant Project in Bangladesh” শীর্ষক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ ঢাকায় “Addendum-I to Inter Agency Agreement between Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC) Ministry of Science and Technology Government of People’s Republic of Bangladesh and Global Centre for Nuclear Energy Partnership (GCNEP), Department of Atomic Energy, Government of India on Cooperation regarding Rooppur Nuclear Power Plant Project” স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে “Protocol on the amendments to Agreement between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Russian Federation on Cooperation Concerning the Construction of a Nuclear Power Plant on the Territory of the People’s Republic of Bangladesh, signed on November 2, 2011-এর বাংলা ও ইংরাজি ভাষনে গত ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের Nuclear Fuel Supply Contract”  
স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

- গত ৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখ ঢাকায় বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চুক্তির আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের “Nuclear Fuel Supply Contract” স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখ ঢাকায় বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে Appendices to the Nuclear Fuel Supply Contract স্বাক্ষরিত হয়;
- গত ২৯ মে ২০২০ তারিখ ঢাকায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও ভৌতসুরক্ষা ব্যবস্থা (PPS)’ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত কোম্পানি Eleron-এর সাথে Nuclear Security and Physical Protection System Cell (NSPC)-এর Engineering, Procurement and Construction Contract (EPC Contract) স্বাক্ষরিত হয়;
- সমুদ্রসম্পদ শনাক্তকরণ, আহরণ, সংরক্ষণ এবং এর বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কক্সবাজারে বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে সমুদ্রবিষয়ক গবেষণার জন্য ৮টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে;
- ক্যান্সার রোগীদের মানসম্মত সেবা প্রদান এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট ও নিউক্লিয়ার মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (রেডিওথেরাপিস্ট) তৈরির লক্ষ্যে সাভারে Nuclear Medical Physics Institute প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ৩টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির মাধ্যমে ক্যান্সার চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে;

- প্রাণিজ/মানবটিস্যু পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে Institute of Tissue Banking and Biomaterial Research প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে ৫টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন প্রকার অব্যবহৃত/পরিত্যক্ত প্রাণিজ/মানবীয় টিস্যু সংগ্রহ করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিকিরণের সাহায্যে জীবাণুমুক্তকরণ ও যথাযথমান নিয়ন্ত্রণ করে পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়;
- বাংলাদেশে রাসায়নিক পরিমাপ বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে Bangladesh Reference Institute for Chemical Measurement প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে ৫২টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে;
- দেশের খনিজসম্পদকে নিজস্ব প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহার করে মাইনিং, মিনারেল প্রসেসিং ও মেটালার্জিক্যালবিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম, প্রযুক্তির উদ্ভাবন, মানোন্নয়ন, শিল্প কারখানা স্থাপন এবং কর্মসংস্থান তথা দেশ ও জাতির আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জয়পুরহাটে Institute of Mining, Mineralogy and Metallurgy স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে ৩টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে;
- নিউক্লিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন এবং দেশের অন্যান্য নিউক্লিয়ার ও বিকিরণ স্থাপনাসমূহের যথাযোগ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে;
- জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিসহ জাতীয় পর্যায়ে জীবপ্রযুক্তির ইতিবাচক উন্নয়ন ও প্রয়োগের লক্ষ্যে সাভারে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- বর্ধিত সময়ে নিম্নবর্ণিত ১৪টি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে:
  - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০
  - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০
  - বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক) আইন, ২০১০
  - ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০
  - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১
  - বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২
  - বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন, ২০১৩
  - বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫
  - পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আইন, ২০১৫
  - বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬
  - বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আইন, ২০১৭
  - বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন (সংশোধিত), ২০১৮
  - বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০২০
  - বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস আইন, ২০২০
- মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের ৯টি প্রবিধানমালা এবং ২টি বিধিমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:
  - বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চাকরি প্রবিধানমালা-১৯৮৫
  - বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের চাকরি প্রবিধানমালা-১৯৮৯
  - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১
  - ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১
  - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১
  - ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১
  - বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭

- বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭
- বাংলাদেশ সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক)-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট তহবিল পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৭
- পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৭
- মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের ১১টি নীতিমালা এবং ২টি নীতিমালা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা রয়েছে:
  - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১;
  - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১ (ইংরেজি);
  - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১, কর্মপরিকল্পনা;
  - জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২;
  - জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২, কর্মপরিকল্পনা;
  - জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ নীতিমালা-২০১৩;
  - তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫;
  - বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৯ (সংশোধিত);
  - বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত সাধারণ নীতিমালা-২০১৯ (সংশোধিত);
  - উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন নীতিমালা;
  - বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান ক্লাবসমূহে আর্থিক অনুদানের সাধারণ নীতিমালা;
  - প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অনুদান সংক্রান্ত সংশোধিত সাধারণ নীতিমালা;
  - বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবীকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত)।
- ডিজিটাল হাজিরা, ই-ফাইলিং, ই-টেন্ডারিং, ই-টিকেটিং, ই-লাইসেন্সিং, ই-লার্নিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম, Fellowship Application System, Patient Management System চালু করা হয়েছে;
- বর্ণিত সময়ে রাজস্ব খাত এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডে মোট ৩,১৪৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ১৯ হাজার ৯৭২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৬০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় দেশে-বিদেশে এমএস, পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে মোট ৭০৮ জন ছাত্র/ছাত্রীকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে;
- ২৪,১৩৫ জন ফেলো/গবেষককে ১৪২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা এনএসটি ফেলোশিপ এবং ৫,৪৫১টি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ২১৭.৫১ কোটি টাকা বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং কেমিক্যাল ক্রয়ের জন্য ২,১১৭ বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৫ কোটি ২৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত ৪৬০টি উপজেলায় সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের মাধ্যমে ৫১,৪২,৪২২ জন রোগীকে পরমাণু চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে ৩০৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জীবাণুমুক্ত ও প্রক্রিয়াজাত ১,৫৩,৬৫৮সিসি বোন গ্রাফট ও ৬০,৯৭৭টি অ্যামনিয়ন গ্রাফট সরবরাহ করে ৭৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;

- পরমাণু চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ১০,৮৮৫টি Tc<sup>99m</sup> জেনারেটর এবং ১৮,৫০৫ জিবিকিউ I-131 সরবরাহ করে মোট ৯ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের ১,৮৯,২৪২টি নমুনার তেজক্রিয়তা পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ২২৮ কোটি ১২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাসডক)-এর মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১,৬৬,৫১৯ পৃষ্ঠা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ২৩,৫৮,১১৭ পৃষ্ঠা তথ্য ২,৮৬,০৮৬ জন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ, শিল্পোদ্যোক্তা, পরিকল্পনাবিদ, নীতি-নির্ধারক, ছাত্র-শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকল গবেষককে প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২টি নিউক্লিয়ার স্থাপনার (রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র) স্থান নির্ধারণ লাইসেন্স প্রদান; ২,৯০৬টি এক্স-রে স্থাপনা ও তেজক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের নতুন লাইসেন্স প্রদান; ১০,০২৬টি লাইসেন্স নবায়ন, ২,৬৮২টি আমদানি/রপ্তানি পারমিট ও এনওসি প্রদান; ১,৭৬৩টি বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার নতুন সনদ প্রদান; ২৩৬৫টি সনদ নবায়ন এবং ২,০৮০টি এক্স-রে স্থাপনা ও তেজক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করা হয়েছে। বর্ণিত সেবাসমূহ প্রদান করে মোট ৭৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- গামা রেডিয়েশন ব্যবহার করে খাদ্য ও চিকিৎসাসামগ্রীতে বিকিরণ প্রয়োগ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও অন্যান্য সেবা খাত থেকে মোট ২০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় মোট ২৯,৬৫০টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও ২৮,০০০টি উন্নত চুলা স্থাপন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক বর্ণিত সময়ে ১৩৫টি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে; ২২৯টি প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে; ৫৪টি নতুন প্রযুক্তির পেটেন্ট অর্জিত হয়েছে এবং ২২টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পেটেন্ট অর্জনের জন্য আবেদন করা হয়েছে;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং মিউজুবাসের মাধ্যমে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হচ্ছে;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ৪৯০টি উপজেলায় এবং ৯০টি ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক জীবন সংগ্রামের ওপর ৩০ মিনিটের একটি ফিল্ম নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে।

## ১২.০ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	প্রকল্পের সংখ্যা	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত অর্থ	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	বাস্তবায়ন হার (%)
১	২	৩	৬	৭	৮	৯
১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১	৪৯২২.০০	৪৯১৯.০০	৪৯০৭.৬৩	৯৯.৭১%
২	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	১০	১৫২৪০১২.০০	১৩৯২০৯৫.২০	১৩৯১৭৭৮.২৪	৯১.৩২%
৩	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	২	১১৫৩৩.০০	৮৪৯৯.০০	৫৫১৮.৩৪	৪৭.৮৫%
৪	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	৮	১৮১৫২.০০	১৭৩৫৭.০০	১৭৩১১.৯০	৯৫.৩৭%
৫	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	১	৫১৭.০০	১৭.৮০	১৭.৮০	৩.৪৪%
৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	৩	১২৩৮২.০০	১১৫৫৪.০০	১১১২১.৩৩	৮৯.৮২%
৭	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	৩	১৬১৫৯.০০	১৫৯৮৯.২৬	১৫৯৮৯.১৭	৯৮.৯৫%
৮	পারমাণবিক নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা সেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	১	১৭৩৮.০০	১৭৩৮.০০	১৭৩৮.০০	১০০.০০%
	২০২১-২২ অর্থবছরের মোট	২৯	১৫৮৯৪১৫.০০	১৪৫২১৬৯.২৬	১৪৪৮৩৮২.৪১	৯১.১৩%

২০২১-২২ অর্থবছরে “রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১৪,৮৩,৬৩৯.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯১.২৯%। অন্যান্য ২৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১,০৫,৭৭৬.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৮৮.৮১%

### ১২.১ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বিবরণ

২০২১-২২ অর্থবছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ২৯টি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। চলমান এ প্রকল্পসমূহের জন্য চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১৫,৮৯,৪১৫.০০ লক্ষ টাকা। এ বরাদ্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অন্যতম বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ১৪,৮৩,৬৩৯.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়া, চলতি অর্থবছরের এডিপিতে সবুজপাতায় অন্তর্ভুক্ত আরো ৩০টি বরাদ্দহীন নতুন অননুমোদিত প্রকল্প ছিল। নিম্নে চলমান ২৯টি প্রকল্পের তথ্য দেয়া হলো :

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাকৃতিক ব্যয়	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দ
<b>(ক) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন</b>				
১	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২৫)	(১) প্রতি ইউনিটে 1200MWe ক্ষমতাসম্পন্ন VVER-1200 (AES-2006) পাওয়ার রিঅ্যাক্টর বিশিষ্ট দুই ইউনিটের (সর্বমোট 2400MWe) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ; (২) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কার্য সম্পাদনকল্পে সরবরাহ ও সেবা নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রস্তুত ও প্রকল্প এলাকায় সরবরাহ, ইন্সপেকশন, ইন্সটলেশন, কমিশনিং, টেস্টিং ও তদসংশ্লিষ্ট কার্যসম্পাদন; (৩) ওয়ার্কিং ডকুমেন্টেশন, সেফটি এনালাইসিস রিপোর্ট, কমিশনিং এবং অপারেশন ডকুমেন্টেশন, অপারেশন ও মেইন্টেন্যান্স ম্যানুয়াল এবং নিয়মাবলি প্রস্তুতকরণ; (৪) ডিজাইন, কন্ট্রোলকরণ এবং অপারেশন লাইসেন্স সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ডকুমেন্ট ও লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রস্তুতকরণ; (৫) মূল কন্ট্রোলকরণ ও কমিশনিং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও সেবা এবং সহায়ক কার্যসম্পাদনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ভৌতঅবকাঠামো নির্মাণ; (৬) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অপারেশন ও মেইন্টেন্যান্স কার্যসমূহ নিরাপদ ও স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য যোগ্য ও দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান; (৭) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অপারেটিং অর্গানাইজেশন হিসেবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড এর জন্য প্রয়োজনীয় ভৌতঅবকাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণ; (৮) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ফিজিক্যাল প্রোটেকশন, ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স সেন্টার, পাবলিক কমিউনিকেশন সিস্টেম, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং পাবলিক ইনফর্মেশন/এডুকেশন সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌতঅবকাঠামো নির্মাণ; (৯) পারমাণবিক শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পারমাণবিক শক্তির নিরাপদ ব্যবহারে সহায়তা প্রদান; এবং (১০) দেশের ক্রমবর্ধমান বেইজ লোডের জন্য কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন।	১১৩০৯২৯১.২৮	১৪৮৩৬৩৯.০০
২	দেশের ৮টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২৩)	(১) পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাইরয়েড, কিডনি, লিভার ও বোন ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের ডায়াগনসিস ও চিকিৎসা প্রদান; (২) গরিব ও সাধারণ মানুষকে স্বল্পমূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পরমাণু চিকিৎসা প্রদান; এবং (৩) পরমাণু চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন।	৬২২২৮.০১	২১২৩৫.০০



ক্র নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাকুলিত ব্যয়	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দ
৩	রেডিওথেরাপি, ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি ও নিউট্রন ক্রমাংকন ও মান নিয়ন্ত্রণের সুবিধাদি স্থাপন (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২)	(১) ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল সমূহের রেডিওথেরাপির ডোজমাত্রা পরিমাপন ও মান নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ইলেকট্রোমিটার ও আয়োনাইজেশন চেম্বার ক্রমাংকন (Calibration) ও প্রমিতকরণ (Standardization) সেবা প্রদানের সুবিধা স্থাপন; (২) রোগ নির্ণয়ে ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি যেমন: এক্স-রে, সিটি-স্ক্যান, মেমোগ্রাফি ইত্যাদির ক্রমাংকন (Calibration) ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদানের সুবিধা স্থাপন; (৩) পরমাণু গবেষণা চুল্লী (Research Reactor) ও বিভিন্ন নিউট্রন স্থাপনাত কর্মরত বিকিরণ কর্মীদের বিকিরণ নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত বিকিরণ পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্রমাংকন (Calibration) ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদানের সুবিধা স্থাপন; (৪) রেডিওথেরাপি, ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণে গবেষণা ও উন্নয়ন।	৪৮৫৭.১১	১৩৭৪.০০
৪	ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স এর গবেষণাগার সুবিধা উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন। (জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১)	(১) মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা এবং পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ; (২) গবেষণাগারে উদ্ভাবিত এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান এবং পরিমাণ বৃদ্ধি এবং শিক্ষা কার্যক্রমের সুবিধাদির উন্নয়ন।	৩৫৫৩.৭০	১৯১০.০০
৫	ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে সাইক্লোট্রন ও পেট-সিটি এবং ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিক্যাল ফিজিক্স (আইএনএমপি), সাভারে সাইক্লোট্রন সুবিধাদি স্থাপন। (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২)	(১) পরমাণু প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাসেবা প্রদান; (২) বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষ নিউক্লিয়ার অনকোলোজিস্ট, মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট ও নিউক্লিয়ার মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট তৈরিকরণ; (৩) চিকিৎসাক্ষেত্র এবং বিবিধ গবেষণায় ব্যবহৃত রেডিওআইসোটোপ উৎপাদনের জন্য সাইক্লোট্রন সুবিধাদি স্থাপন; (৪) পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাইরয়েড, কিডনি, লিভার, বোন-ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং এতদসংশ্লিষ্ট গবেষণার কাজ সম্পাদন; (৫) পরমাণু চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়; (৬) চিকিৎসার মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।	৬৭৩০০.০০	৭১০৮.০০
৬	সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গবেষণা রিঅ্যাক্টর ফ্যাসিলিটির সেফটি সিস্টেমের সমন্বয়সাধন, আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্ধিতকরণ। (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২)	(১) রিঅ্যাক্টরসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সিস্টেমের এজিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রিঅ্যাক্টরের জীবনকাল প্রায় ১৫ থেকে ২০ বছর বৃদ্ধি করা; (২) নিরাপদভাবে রিঅ্যাক্টর চালনার মাধ্যমে পারমাণবিক গবেষণা, রেডিও আইসোটোপ উৎপাদন, জনশক্তি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চলমান রাখা; (৩) সাইন্টফিক ডিজিট ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্পেন্ট ফুয়েল স্টোরেজ ফ্যাসিলিটির ডিজাইন এবং রিঅ্যাক্টরের স্ট্রাকচার, সিস্টেম ও কম্পোনেন্টের স্ট্রেস টেস্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জন; (৪) প্রায় ২০০টি স্পেন্ট ফুয়েল সংরক্ষণের ক্ষমতাসম্পন্ন স্পেন্ট ফুয়েল ভান্ডার/স্টোর তৈরিকরণ; এবং (৫) ডিজিটাল কন্ট্রোল কনসোল এবং অন্যান্য সিস্টেমের স্পেয়ার পার্টস ক্রয় এবং রিঅ্যাক্টর চালনা ও বিকিরণ নিরাপত্তাবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	৮৫৪৩.৫৮	৪৬৩৫.০০

৭	নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব শনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)। (জুলাই ২০১৮-আগস্ট ২০২১)	<p>(১) নবজাতকের রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম (Congenital Hypothyroidism) শনাক্তকরণ এবং জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজমজনিত স্থায়ী শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে শিশুকে রক্ষাকরণ;</p> <p>(২) নবজাতক শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা উন্নয়নপূর্বক শিশুমৃত্যু হার হ্রাসকরণ;</p> <p>(৩) ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (নিনমাস)- এ জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম নির্ণয়ের জন্য বিদ্যমান নবজাতক শিশুর জন্মগত রোগ শনাক্তকরণ (Newborn Screening) পরীক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়ন;</p> <p>(৪) নবজাতক শিশুর জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম শনাক্তকরণ পরীক্ষাকে জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নবজাতকের জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে জড়িত সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ; এবং</p> <p>(৫) বাংলাদেশে জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজমের প্রাদুর্ভাব বিষয়ে অধিক পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণ উপাত্ত সংগ্রহ করা, যা পরবর্তীতে নবজাতক শিশুর জন্মগত হাইপোথাইরয়েডিজম শনাক্তকরণ বিষয়ে জাতীয় নীতি প্রণয়ন করতে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী মহল ও নীতি নির্ধারকদের জন্য সহায়ক হবে।</p>	৪৭৭০.১৬	৮০৮.০০
৮	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিদ্যমান গামা সোর্স শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	<p>(১) সাভারস্থ এইআরই'র আইআরপিটি-তে বিদ্যমান গামা বিকিরণ প্ল্যান্ট প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গামা সোর্সের সক্ষমতা ১০২ কিলোকিউরি থেকে ৫০০ কিলোকিউরিতে উন্নীতকরণ;</p> <p>(২) কমিশনের বিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও শিক্ষার্থীদের গামা বিকিরণ প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ ও প্রশিক্ষণের পরিধি বৃদ্ধিকরণ;</p> <p>(৩) অত্যাধুনিক গামা বিকিরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদেশে রপ্তানিযোগ্য মসলাজাতীয় পণ্য এবং পশুখাদ্যসমূহ জীবাণুমুক্তকরণের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সরকারের অধিকতর রাজস্ব অর্জন;</p> <p>(৪) দেশে উৎপাদিত চিকিৎসাসামগ্রীর স্বল্প খরচে জীবাণুমুক্তকরণের সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ও চিকিৎসাসামগ্রীর রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধিকরণ;</p> <p>(৫) বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যে যেমন: আলু, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি বিকিরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নসহ খাদ্যদ্রব্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;</p> <p>(৬) বিভিন্ন স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গামা বিকিরণ স্থাপনা পরিদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করে বিকিরণ প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা ও সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।</p>	৪৬৭০.০০	২৫৫২.০০
৯	ইনস্টিটিউট অব টিস্যু ব্যাংকিং এন্ড বায়োমেটেরিয়াল রিসার্চ-এর সেবা ও গবেষণা সুবিধাদির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫)	<p>(১) পরমাণু প্রযুক্তি প্রয়োগে দেশে মানবস্বাস্থ্য সেবায় টিস্যু ব্যাংকিং কার্যক্রম বিস্তৃত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে “হিউম্যান মডেল টিস্যু ব্যাংক” স্থাপন;</p> <p>(২) পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানব টিস্যুর জীবাণু সংক্রমণ বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা পরিচালন;</p> <p>(৩) প্রস্তুতকৃত থেরাপিউটিক মানব কল্যাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রি-ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালন;</p> <p>(৪) ডিজেনারেটিভ ডিজিজ নিরাময়ে পরমাণু প্রযুক্তি প্রয়োগে এবং বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে কৃত্রিম টিস্যু তৈরির নিমিত্তে গবেষণা পরিচালন;</p>	১৭৩৮০.১৪	৫২৭.০০

		<p>(৫) Biomaterials, Biomolecules এবং Mammalian Cell Culture বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;</p> <p>(৬) পুনর্বাসন শল্য চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য হার্ড টিস্যু ও সফট টিস্যুর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে অধিকতর কার্যক্রম পরিচালনা;</p> <p>(৭) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য টিস্যু সংগ্রহ, পরমাণু প্রযুক্তি দ্বারা টিস্যু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও জীবাণুমুক্তকরণ এবং হাসপাতালসমূহে সরবরাহ কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ; এবং</p> <p>(৮) Tissue/Cell Collection, Transplantation এবং Coordination বিষয়ক “Public and Professional Awareness” কার্যক্রম পরিচালনা।</p>		
১০	ঢাকাস্থ পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের ৩টি বিভাগের (রসায়ন বিভাগ, স্বাস্থ্য পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, পরীক্ষণ পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ) গবেষণাগার আধুনিকায়ন ও সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জানুয়ারি ২০২১ হতে জানুয়ারি ২০২৪)	<p>(১) নিউক্লিয়ার এবং নন-নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি আধুনিকায়নের মাধ্যমে পরমাণু শক্তি কেন্দ্র ঢাকার গবেষণা এবং সেবার মান উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;</p> <p>(২) খাদ্য নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা এবং মানবদেহের বিভিন্ন অপেক্ষাকারক মৌলের উপস্থিতি নির্ণয়ে গবেষণা ও সেবার ক্ষেত্রগুলো আধুনিকরণ;</p> <p>(৩) পরিবেশের উপাদান যেমন বায়ু, মাটি, পানি এবং খাদ্য ও প্রাণীজ নমুনায় ক্ষতিকারক পদার্থের উপস্থিতি ও পরিমাপ নির্ণয় করে দূষণমুক্ত পরিবেশ উন্নয়ন;</p> <p>(৪) নন-ডেস্ট্রাক্টিভ টেস্টিং প্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স শিল্প ও থিনফিল্ম প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে গবেষণা ও সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;</p> <p>(৫) ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।</p>	৪৪৯৮.০০	২২৪.০০
<b>(খ) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ</b>				
১১	জনসাধারণ ও পরিবেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ (মার্চ ২০১৮-জুন ২০২২)	<p>(১) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;</p> <p>(২) বাপশনিক-এর বিকিরণ সুরক্ষা সংক্রান্ত রেগুলেটরি কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;</p> <p>(৩) বিকিরণের মাত্রা, ব্যাপ্তি ও এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;</p> <p>(৪) বাংলাদেশে বিভিন্ন বিকিরণ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য বাতায়ন সমৃদ্ধকরণ।</p>	২৮০০.৯৩	৮৫৩.০০
১২	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পারমাণবিক নিরাপত্তা তদারকিকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন (জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৫)	<p>(১) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদানের জন্য পারমাণবিক নিরাপত্তা অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন;</p> <p>(২) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণসুরক্ষা নিশ্চিতরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কোড, গাইড, প্রবিধান ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন এবং প্রয়োগকরণ;</p> <p>(৩) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের লাইসেন্সিং/অনুমোদন সংক্রান্ত সাইট নিরাপত্তা মূল্যায়ন প্রতিবেদন, পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন, ভূমি স্থিতিকরণ প্রতিবেদন, ডিজাইন ডকুমেন্টেশন, প্রাথমিক নিরাপত্তা মূল্যায়ন প্রতিবেদন, চূড়ান্ত নিরাপত্তা মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং মান নিশ্চিতকরণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;</p> <p>(৪) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ পর্যায়, LTME উৎপাদন পর্যায়, ফুয়েল উত্তোলন পর্যায়, কমিশনিং পর্যায় এবং পরিচালনা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন পরিচালনা;</p>	১৭১০৬৩.০৭	১০৬৮০.০০

		<p>(৫) পারমাণবিক স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;</p> <p>(৬) নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সহায়তার জন্য গবেষণাগার নির্মাণ;</p> <p>(৭) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইউনিটসমূহের নিরাপত্তাবিষয়ক কাঠামো, সিস্টেম এবং উপকরণসমূহের সমন্বয় মূল্যায়ন এবং</p> <p>(৮) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সাইটে কর্তৃপক্ষের অফিস ও আবাসন ভবন এবং গবেষণাগার সুবিধা নির্মাণ ও উন্নয়ন।</p>		
<b>(গ) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)</b>				
১৩	ইনস্টিটিউট অব বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস প্রতিষ্ঠাপন (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২২)	<p>(১) বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজসহ ঔষধবিষয়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বমানের 'ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্স ইনস্টিটিউট' স্থাপন;</p> <p>(২) রপ্তানিযোগ্য জেনেরিক ড্রাগ (Generic Drugs) উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্লিনিক্যাল গবেষণার (clinical research) সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ;</p> <p>(৩) উন্নততম দেশের নিয়ন্ত্রিত বাজারে ঔষধ রপ্তানির দ্বারা উন্মোচনের লক্ষ্যে বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজের সুবিধাদি তৈরিকরণ;</p> <p>(৪) ঔষধের কাঁচামাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া, ঔষধ উদ্ভাবন, ঔষধের মানোন্নয়ন ইত্যাদির ওপর গবেষণা ও সেবা প্রদানে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।</p>	৯৯৪৬.৮৫	৫১২৩.০০
১৪	কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো সমৃদ্ধকরণ (জানুয়ারি ২০১৮ ডিসেম্বর ২০২১)	<p>(১) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ-এর ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস-এর কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, পণ্য উৎপাদন, স্বাস্থ্যসেবা, শিল্প, পরিবেশ, বাণিজ্য, গবেষণা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ রপ্তানির ক্ষেত্রে অশুষ্ক বাধা দূর করে বাংলাদেশি পণ্যের বিদেশি বাজারে প্রবেশের পথ সুগমকরণ;</p> <p>(২) উন্মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্যের টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন;</p> <p>(৩) একই বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষাগারের পরীক্ষণের ফলাফলের ভিন্নতা দূর করে দেশের পরীক্ষাগারসমূহের পরীক্ষণের মান আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণকরণ।</p>	১৩৩১১.০০	৪৪৩৯.০০
১৫	বিসিএসআইআর-এর কাচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইজিসিআরটি) শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	<p>(১) প্রয়োজনীয় গবেষণা ও বিশ্লেষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান গবেষণা ও বিশ্লেষণ কার্যক্রম উন্নত করে যুগোপযোগীকরণ;</p> <p>(২) দেশীয় কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাচ ও সিরামিক ক্ষেত্রের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং দেশে রপ্তানিযোগ্য অথবা আমদানিবিকল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান;</p> <p>(৩) সিরামিক শিল্পে ব্যবহারের জন্য জ্বালানি শাস্ত্রীয় পদ্ধতির ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং শিল্প কারখানাসমূহে ব্যবহৃত কাঁচামাল এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ সেবা প্রদান;</p> <p>(৪) কাচ, সিরামিক ও মৃৎ শিল্প ক্ষেত্রের গবেষণা ও উন্নয়নে আইজিসিআরটি-তে কর্মরত বিজ্ঞানীদেরকে স্বল্পমেয়াদি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ বিজ্ঞানীরূপে গড়ে তোলা;</p> <p>(৫) বর্জ্য দ্রব্য থেকে কাচ ও সিরামিক ক্ষেত্রের কাঁচামাল তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ।</p>	৪১৪৬.৮৪	৮৮৫.০০

১৬	হাইড্রোজেন এনার্জি গবেষণাগার স্থাপন (অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	(১) হাইড্রোজেন উৎপাদন, মজুদ এবং সরবরাহ সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিশ্লেষণীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং দক্ষ জনবল তৈরিকরণ; (২) হাইড্রোজেন প্রযুক্তি গবেষণার জন্য বিশেষায়িত ও ফ্লোর বিশিষ্ট গবেষণাগার নির্মাণ; (৩) জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেন ব্যবহারের লক্ষ্যে হাইড্রোজেন উৎপাদন, পাইলট প্ল্যান্ট স্থাপন, ফুয়েল সেল প্রস্তুতকরণ, প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় পর্যায়ের একটি রেফারেন্স সেন্টারের আঙ্গিকে সেবাদান।	৫৪৩৪.৮৭	১৭৬২.০০
১৭	বিসিএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর গুটকী মাছ প্রক্রিয়াকরণ এবং ইনডোর ফার্মিং গবেষণা সংক্রান্ত সুবিধাদি স্থাপন (এপ্রিল ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	(১) বিসিএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রাম গবেষণাগারে নিয়ন্ত্রিত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি গবেষণা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; (২) কিটনাশকমুক্ত মাছ, সামুদ্রিক আগাছা ইত্যাদি শুকানো ও সংরক্ষণ প্রযুক্তির ওপর গবেষণা করা; (৩) ক্লোজড কনটেইনমেন্টে অ্যাকোয়াকালচার পদ্ধতিতে স্বল্প জায়গায় রপ্তানিমুখী চিংড়ি, কোরাল মাছ ও কাকড়া ইত্যাদি উৎপাদন কলাকৌশলের ওপর গবেষণা করা; (৪) পানির পূর্ণ ব্যবহার করে (re-circulated aquaculture system) দেশীয়মাছ ও পোনা তৈরির কলাকৌশলের ওপর গবেষণা করা; (৫) অনু-শৈবাল, কপিপড, সামুদ্রিক আগাছা, সি-ভেজিটেবল ইত্যাদির উৎপাদন ও পরিশোধন ব্যবস্থার ওপর গবেষণা করা; (৬) ক্লোজড কনটেইনমেন্টে অ্যাকোয়াকালচার শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।	৮৯০০.০০	৩৫১৪.০০
১৮	ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিসিএসআইআর (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩)	(১) বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা জনপ্রিয়করণ; (২) ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মাধ্যমে রিমোট ও অনগ্রসর স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ধাপে ধাপে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানবিষয়ক ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন ও বাস্তব প্রশিক্ষণ; (৩) বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষামূলক কার্যক্রম ইন্টারনেটের মাধ্যমে রিমোট এরিয়ার স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণ ও বিজ্ঞান গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরণ।	২৬৪৫.০০	১৭০১.০০
১৯	আইএফএসটি এর খাদ্য পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ গবেষণার প্রায়োগিক ক্ষমতা উন্নয়ন (এপ্রিল ২০২১ হতে মার্চ ২০২৪)	(১) উন্নত সংবেদনশীল খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ যন্ত্র ক্রয়ের মাধ্যমে একটি আধুনিক গবেষণাগার স্থাপন; (২) আইএফএসটি এর ভৌত ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; (৩) শিল্প কারখানায় উৎপাদিত খাদ্য পণ্যের গুণগতমান ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিশ্লেষণ সুযোগ সৃষ্টিকরণ; (৪) মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে গবেষণার মান উন্নীতকরণ; (৫) শিল্প উদ্যোক্তাদের স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্পন্ন খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।	৪৮৪৮.৬৮	৭২৮.০০
২০	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টরের উন্নয়ন ও ই-ওয়েস্ট প্রক্রিয়াকরণের সুবিধাদি সৃষ্টি (জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৪)	(১) দেশের হালকা ও মাঝারী প্রকৌশল খাতের সেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম-এ 'লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং উন্নয়ন কেন্দ্র' স্থাপন; (২) বিসিএসআইআর, রাজশাহী, আইএমএমএম, জয়পুরহাট ও চামড়া গবেষণাকেন্দ্র, সাভার -এ 'ই-ম্যাটেরিয়ালস কেন্দ্র' স্থাপন; (৩) বিসিএসআইআর, ঢাকা ক্যাম্পাসে ই-ম্যাটেরিয়ালস কেন্দ্র এবং ই-বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠাকরণ;	৪৯৩০.০০	০.০০

		<p>(৪) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্প-কারখানার মাধ্যমে উৎপাদিত কন্সট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল (স্টিল, কনক্রিট, সিমেন্ট ইত্যাদি), লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উৎপাদিত পণ্য (স্পেয়ার পার্টস, ইত্যাদি) এবং ইলেকট্রিক্যাল ম্যাটেরিয়াল (কেবলস, ইনসুলেটর ইত্যাদি) এর মানোন্নয়নের জন্য বিশেষায়িত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠাকরণ; এবং</p> <p>(৫) দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং যৌথ গবেষণা সম্পাদন।</p>		
<b>(গ) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর</b>				
২১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)	<p>(১) কর্কট ত্রান্তি রেখা ও ৯০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমার সংযোগ স্থলে একটি মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য মহাকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টিকরণ;</p> <p>(২) মহাকাশ বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে তথা বিজ্ঞানমনস্কতা সৃজনে উৎসাহিতকরণ;</p> <p>(৩) শিক্ষাবান্ধব বিনোদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃজন; এবং</p> <p>(৪) শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য মহাকাশ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।</p>	২১৩৩৮.৫৬	৫১৭.০০
<b>(ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার</b>				
২২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী স্থাপন (জুলাই ২০১৭ জুন ২০২২)	<p>(১) রাজশাহীতে একটি আধুনিক নভোথিয়েটার স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়াদি অবহিত করে বিজ্ঞানমনস্ক ইতিবাচক সমাজ গঠনে সহায়তা প্রদান;</p> <p>(২) শিক্ষা-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষায় উৎসাহিতকরণ;</p> <p>(৩) মহাকাশবিষয়ক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিসহ ডিজিটাল ও সাইন্টিফিক প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে রাজশাহী নভোথিয়েটারকে একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা-বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে তৈরিকরণ।</p>	২৩২৭৩.০০	৯৯৪২.০০
২৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বরিশাল স্থাপন (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	<p>(১) বরিশালে একটি আধুনিক নভোথিয়েটার স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়াদি অবহিত করে বিজ্ঞানমনস্ক ইতিবাচক সমাজ গঠনে সহায়তাকরণ;</p> <p>(২) শিক্ষা-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষায় উৎসাহিতকরণ;</p> <p>(৩) মহাকাশ বিষয়ক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিসহ ডিজিটাল ও সাইন্টিফিক প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বরিশাল নভোথিয়েটারকে একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা-বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে তৈরি করা।</p>	৪১২০০.০০	১৪৫০.০০
২৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রংপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১ হতে জুন, ২০২৪)	<p>(১) রংপুরে একটি আধুনিক নভোথিয়েটার স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়াদি অবহিত করে বিজ্ঞানমনস্ক ইতিবাচক সমাজ গঠনে সহায়তাকরণ;</p> <p>(২) শিক্ষা-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষায় উৎসাহিতকরণ; এবং</p> <p>(৩) মহাকাশ বিষয়ক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিসহ ডিজিটাল ও সাইন্টিফিক প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে রংপুর নভোথিয়েটারকে একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা-বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে তৈরিকরণ।</p>	৪১৭৬৫.০০	৯৯০.০০

(ঙ) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি				
২৫	জাতীয় জিনব্যাংক স্থাপন (মার্চ ২০১৮ - জুন ২০২২)	(১) কোলিসম্পদসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌতঅবকাঠামো স্থাপন; (২) কোলিসম্পদসমূহের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের জন্য আধুনিক সুবিধাসংবলিত গবেষণাগার স্থাপন; (৩) ডাটাবেজ প্রণয়ন ও সংরক্ষণের সুবিধাদি সৃজন; (৪) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে জিনব্যাংক পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন।	৫০৪০০.০০	১৪৪০০.০০
২৬	সেন্টার ফর নেস্ট্রট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং অ্যান্ড অ্যানালাইটিকস স্থাপন (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	(১) মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াসহ অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জীবসম্পদের জিনোম সিকোয়েন্সের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক জিনোম সিকোয়েন্সিং, তথ্য বিশ্লেষণ ও তথ্য সংরক্ষণাগার সুবিধাদি স্থাপন; (২) উচ্চতর জিনোম সিকোয়েন্সিং এবং তথ্য বিশ্লেষণের জন্য এনআইবিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিকরণ।	৪৪৭৯.৮০	৮৬৬.০০
২৭	এস্টাবলিশমেন্ট অব অ্যাডভান্সড ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিস ফর ট্রান্সজেনিক অ্যান্ড স্পেস রিসার্চ (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	(১) ট্রান্সজেনিক ফসলের জাত উদ্ভাবন ও মান নিয়ন্ত্রণ, জিএমও সার্টিফিকেশন এবং মহাকাশ জীববিজ্ঞান গবেষণার সকল মলিকুলার এবং ফিজিওলজিক্যাল পরীক্ষার নিমিত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রোটোমিক্স এবং মেটাবোলমিক্স গবেষণাগার স্থাপন; (২) ফাংশনাল জিনোমিক্স, প্রোটোমিক্স এবং মেটাবোলমিক্স গবেষণায় এনআইবিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিকরণ।	৩০২৫.১০	৮৯৩.০০
(চ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়:				
২৮	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য সিগন্যালিংসহ রেললাইন সংস্কার ও নির্মাণ (এপ্রিল ২০১৮ ডিসেম্বর ২০২১)	(১) Contribute to establish comprehensive transport management system for the first track project of government titled "Ruppur Nuclear Power Plant Project"; (২) To establish railway communication with Ishwardi Railway Junction to Ruppur Nuclear Power Plant Project; (৩) To provide safe, speedz & freight train service for the project; (৪) To increase earning of Bangladesh Railway.	৩৩৫৯৬.৬৮	৪৯২২.০০
(ছ) পারমাণবিক নিরাপত্তা ও ভৌতসুরক্ষাব্যবস্থা সেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী				
২৯	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও ভৌতসুরক্ষা ব্যবস্থা (চচবা)নির্মাণ (অক্টোবর ২০১৯ - মার্চ ২০২৩)	(১) ভৌতসুরক্ষা ব্যবস্থা (Physical Protection System) বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; (২) নিরাপদ ও সুরক্ষিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিকরণ; (৩) পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য Design Basis Threat (DBT) এবং DBTএর বাইরের হুমকিসমূহ মোকাবেলাকরণ; (৪) পারমাণবিক নিরাপত্তা সংস্কৃতি (Nuclear Security Culture) প্রতিষ্ঠাকরণ; (৫) নিউক্লিয়ার পদার্থের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ (Nuclear Materials Accountancy and Control) প্রতিষ্ঠাকরণ; (৬) কম্পিউটার/সাইবার নিরাপত্তা ও সংবেদনশীল তথ্যের ব্যবস্থাপনা (Computer/Cyber Security and Management of Sensitive Information) নিশ্চিতকরণ।	৩৪৪৯০৫.২৭	১৭৩৮.০০

## ১২.২ ২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিবরণ

উপর্যুক্ত ২৯টি প্রকল্পের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ৪টি প্রকল্প ২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল
১।	নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব শনাক্তকরণ (দ্বিতীয় পর্যায়)
২।	জনসাধারণ ও পরিবেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ
৩।	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য সিগন্যালিংসহ রেললাইন সংস্কার ও নির্মাণ

১৩.০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত SDG কর্মপরিকল্পনা

SDG Targets	Global Indicators for SDG Targets	Lead/Co-Lead Ministries/ Divisions	Associate Ministries/ Divisions	7 <sup>th</sup> FYP Global/Targets related to SDG Targets and Indicators	On-going Projects/Programme to achieve 7th FYP Goals/Targets		Requirement of New Projects/Programme up to 2021		Actions/ Projects beyond 7th FYP Period (2021-2030)	Policy/Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks					
					Project Title and Period	Cost in BDT (Million)	Project Title and Period	Cost in BDT (Million)								
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10					
9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending	9.5.1 Research and development expenditure as a proportion of GDP 9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per million inhabitants	Lead: MoST Co-Lead: MoA	MoE; MoInd; MoFL; SID; ICTD; Prog.Div	<ul style="list-style-type: none"> <li>A paradigm shift in manufacturing sector can be achieved through development of R&amp;D of product design geared to supply chain management and customer relations.</li> <li>Representatives from FBCCI, MCCI, BGMEA, BKMEA, and other stakeholders could form an action group to take R&amp;D agenda forward.</li> <li>Spending on research and development (R&amp;D) is a major determinant of technology development, innovation and adoption of technological change.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Establishment of Institute of Nuclear Medical Physics (INMP) at Atomic Energy Centre, Dhaka.</li> <li>Modernization of Food and Radiation Biology Facilities of Bangladesh Atomic Energy Commission</li> <li>Capacity build-up of nano and nanobiotechnological laboratory at Material Science Division Atomic Energy Centre Dhaka.</li> <li>Establishment of physical facilities for technology transfer and innovation in BCSIR</li> <li>Strengthening of leather research institute</li> <li>Capacity building of IFST research on milk and dairy products</li> </ol>	623.0	476.7	482.9	<ol style="list-style-type: none"> <li>Establishment of Atomic Energy Centre at Cox's Bazar.</li> <li>Improvement of the laboratory Facilities of Institute of Electronics to support the Government's Digital Technology based Development Activities.</li> <li>Balancing, Modernization, Refurbishment and Extension (BMRE) of Safety Systems of the 3 MW TRIGA Mark-II Research Reactor Facility at AERE, Savar, Dhaka.</li> <li>Augmentation of Chemical Metrology infrastructure in Bangladesh</li> <li>Strengthening of research capacity for the ceramic, glass, cement and allied field (IGCRT).</li> <li>Establishment of Pharmaceutical sciences research</li> </ol>	520.20	249.4	610.3	<ol style="list-style-type: none"> <li>Upgradation of existing facilities of Atomic Energy Centre, Dhaka (AECD).</li> <li>Establishment of Advanced Nuclear Medicine &amp; Oncology Center.</li> <li>Screening of Congenital Hypothyroidism in Newborn Babies (Phase 2).</li> <li>Capacity building of Nuclear Minerals Unit (NMU) for R&amp;D activities of geological prospects in Bangladesh.</li> <li>Establishment of Nuclear Cyber Security &amp; Information System Innovations Research Laboratory at BAEC.</li> <li>Establishment of Standard Calibration and Quality Assurance (QA) Laboratory for Radiotherapy Diagnostic Radiology</li> </ol>	Bangladesh Atomic Energy Commission will implement	Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research will implement	National Museum Of Science and Technology will implement



SDG Targets	Global Indicators for SDG Targets	Lead/Co-Lead Ministries/Divisions	Associate Ministries/Divisions	7 <sup>th</sup> FYP Global/Targets related to SDG Targets and Indicators	On-going Projects/Programme to achieve 7th FYP Goals/Targets		Requirement of New Projects/Programme up to 2021		Actions/Projects beyond 7th FYP Period (2021-2030)	Policy/Strategy if needed (in relation with Column 8)	Remarks
					Project Title and Period	Cost in BDT (Million)	Project Title and Period	Cost in BDT (Million)			
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	8	9	10
9.b Support domestic technology development, research and innovation in developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities	9.b.1 Proportion of medium and high-tech industry value added in total value added	Lead: MoST Co-Lead: ICTD	BD; ERD; LGD; MoA; MoHPW; MoInd; MoR; MoS; PID; RTHD; MoInd (DPDT); MoTJ; SID	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Technology can also be imported from abroad through foreign direct investment which brings the latest equipment, management skills, and technical know-how.</li> <li>•Technology transfer in the garment industry from partnership with foreign investors</li> <li>•Adoption of improved technology can be a major factor for improving total factor productivity and increasing the rate of growth.</li> <li>•The Government should build partnership with NGOs, Multinational Companies, and donors so that greater technology transfer is facilitated.</li> </ul>	7. Establishment of National Science & Technology Complex (1st revised)	22986.53	7.1 institute for bioequivalence studies and drug development 7. Establishment of World Class State of Art Science and Technology Museum 8. Establishment of Science City 9. Collection museum-bus and schools bus. 10. Distribution of essential materials to newly established Upazilla science club.	26214.90 (Total Projects)	and Neutron Radiation. 7. To enhance technical capacity of BCSIR for ensuring chemical metrological traceability for extending confidence among national and international stakeholders.	Information and Communication Technology Act 2006, Amended in 2009 & 2013;	Bangladesh Atomic Energy Commission  Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research

১৪.০ ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	গুরুত্ব সূচক/মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২২	মোট জর্জন	প্রাপ্ত মান		
১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণায় সহায়তা প্রদান (১৮)	২	১.১ ফেলোশিপ প্রদান	৮	৫	৬	১০	১২		
		১.১.১ প্রদত্ত ফেলোশিপ	সংখ্যা	৮	৩৩০০	২৪৯০	৩.০২		
		১.২ প্রদানকৃত ফেলোশিপ-এর ফলোআপ	সংখ্যা	২	৩৩০	৩৩০	২		
		১.৩ গবেষণা অনুদান প্রদান	সংখ্যা	৮	৬৫০	৯২০	৮		
		১.৪ প্রদানকৃত অনুদান-এর ফলোআপ	সংখ্যা	২	১৩০	১৩০	২		
		১.৫ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান	সংখ্যা	৩	৫০	৯০	৩		
		১.৬ প্রদানকৃত ফেলোশিপ-এর ফলোআপ	সংখ্যা	১	৫০	৫০	১		
		১.৭ থিসিস/রিপোর্ট সম্পাদনে গবেষণা সহায়তা	সংখ্যা	২	২৪০	২০৭	১.৭৩		
		২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ (১৫)	২	২.১ অসামান্য বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন	সংখ্যা	৩	২৫০	৩৭৩	৩
				২.২ বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার, বক্তৃতামালা ও কর্মশালা আয়োজন ও কর্মশালা	সংখ্যা	২	২৬০	২৭৯	২
২.৩ বিজ্ঞানবিষয়ক মেলা, অলিম্পিয়াড, চিত্রাঙ্কন, কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন	সংখ্যা			৩	১৬৯৭	১৭৩৬	৩		
২.৪ বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ	সংখ্যা (হাজার)			১	১৬.৫০০	১৬.৭৩৫	১		
২.৫ বিনোদনমূলক শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও মহাকাশবিষয়ক ডিজিটাল ফিল্ম এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তুর প্রদর্শন	সংখ্যা (লক্ষ)			২	০.৫০	৫৭	২		
২.৬ বিজ্ঞানবিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শন	সংখ্যা (হাজার)			৩	২৫০০	৩৫৮৮	৩		
২.৭ স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের সাক্ষরিত এইআরই এর বিভিন্ন গবেষণার পরিদর্শনের ব্যবস্থা ও বঙ্গবন্ধুবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন	সংখ্যা			১	২	২	১		
৩. আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন (১৫)	৩.১ বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন			৩.১.১ চলমান গবেষণা প্রকল্প ও অগ্রগতি প্রতিবেদন	সংখ্যা	১	৭৫	১০০	১
				৩.১.১ সমাপ্য গবেষণা প্রকল্প ও অগ্রগতি প্রতিবেদন	সংখ্যা	১	৮০	১০০	১
				৩.২.১ আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালা	সংখ্যা	১	১৩	৪৯	১
		৩.৩ সমুদ্র সম্পর্কিত রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ ও	সংখ্যা	১	৫	৭	১		